গাজায় যুদ্ধবিরতি আদেশ জারি করতে পারে আইসিজে

সারে-জমিন

নবাবপুরে নির্বাচনী জনসভায় নওশাদ

রূপসী বাংলা

একনায়ক হতে চান ট্রাম্প, কিন্তু পারবেন কি

সম্পাদকীয়

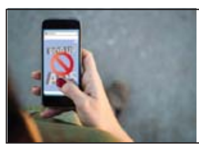

ফোনের বিরক্তিকর বিজ্ঞাপন বন্ধ করার উপায়

টেকস্যাভি

রোনাল্ডোকে ট্রফিশূন্য রাখল আল হিলাল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১৩ মে, ২০২৪
৩০ বৈশাখ ১৪৩১
৪ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 129 ■ Daily APONZONE ■ 13 May 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

চতুর্থ দফায় দেশে ৯৬ কেন্দ্র সহ রাজ্যের আট কেন্দ্রে ভোট আজ

আপনজন ডেস্ক: লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ ধাপের ভোট গ্রহণ হবে আজ সোমবার। মোট ১০টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৯৬ আসনে ভোট গ্রহণ হবে এদিন। সকাল সাতটায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলার কথা, তবে সাধারণত ভোট গ্রহণ শেষ হতে অনেকটাই রাত হয়ে যায়। এবারও সে রকম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মোট ১৭ কোটি ৭০ লাখ ভোটারের মধ্যে এই পর্যায়ে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৮ কোটি ৯৭ লাখ এবং নারী ভোটার ৮ কোটি ৭৩ লাখ। মোট ৭ পর্যায়ের ভোট গ্রহণ শেষ হবে ১ জুন, গণনা ও ফল প্রকাশ করা হবে ৪ জুন।

আজ ভোট গ্রহণ হবে অন্ধ্র প্রদেশের ২৫টি, বিহারের ৫টি, জম্মু-কাশ্মীরের ১টি, ঝাড়খন্ড ও ওড়িশার প্রতিটিতে ৪টি করে, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ৮টি করে আসনে। এ ছাড়া তেলেঙ্গানার ১৭, মহারাষ্ট্রের ১১ এবং উত্তরপ্রদেশের ১৩ আসনে ভোট গ্রহণ হবে।

এই পর্যায়ে লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের ১৭৫ আসন এবং ওড়িশা রাজ্যের ২৮ বিধানসভা

আসনেও ভোট গ্রহণ হবে।

পশ্চিমবঙ্গে যেসব আসনে ভোট হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, যেখানে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের সদস্য অমৃতা রায়।

সিপিআইএম দলের তরফে দাঁড়িয়েছেন এলাকার পুরনো প্রভাবশালী নেতা এস এম সাদি। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ভোট হচ্ছে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর, নদিয়ার রানাঘাট, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান-দুর্গাপুর, আসানসোল, বোলপুর এবং বীরভূমে।

এর মধ্যে যে আসনগুলোতে তারকা প্রার্থী রয়েছেন, সেগুলো হল বহরমপুরে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী ও তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন ক্রিকেটার অলরাউন্ডার ইউসুফ পাঠান।

মোদিকে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বলে কটাক্ষ করলেন মমতা

সুরজীৎ আদক ● আমতা
নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমডাঙা

আপনজন: সন্দেশখালি কাণ্ড ও সাম্প্রদায়িক প্রবণতা নিয়ে ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মমতার সমারোচনা করায় মোদিকে 'প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী' বলে সম্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বাংলার জন্য তাঁর কিছু 'গ্যারান্টি' উড়িয়ে দিয়ে বলেন, লোকসভা নির্বাচনের প্রথম তিন দফায় বিজেপিকে বিদাযের বার্তা দিয়েছে। চতুর্থ দফায় সোমবার বাংলার আটটি আসনে ভোট হবে। তাতেও ব্যতিক্রম হবে না। লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফার ভোটের শেষ রবিবারের নির্বাচনী প্রচারে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ-এর সমর্থনে আমতার সভা থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়লা থেকে গরু পাচার বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিজেপির বক্তব্যের বিরোধিতা করে মোদী-অমিত শাহ জুটিকে তীব্র আক্রমণ করেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা যা বলি সেটাই করি। মোদী তা করেন না! খালি মিথ্যে কথা আর কুৎসা করে।তিনি আরও জানান,এর আগে আমি অনেক প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছি, কিন্তু

এই নরেন্দ্র মোদীর মতো এমন কুৎসাকারী প্রধানমন্ত্রী আর কাউকে দেখিনি!তাঁর সংযোজন,মিথ্যে কথা বলায় যদি নম্বর দিতে হয় তাহলে নরেন্দ্র মোদী-কে ১০০-য় ১১০ দিতে হবে। মমতা বলেন,আপনারা নাকি বিনা পয়সায় গ্যাস পাচ্ছেন? মোদি রোজ বলে বেড়াচ্ছে। যা গ্যাস দিচ্ছে তা গ্যাস বেলুনের থেকেও বেশি। বলছে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দেব। আপনারা পেয়েছেন? গরিদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কি কোনও ফ্রি আছে। তাহলে একে মোদির গ্যারান্টি বলবেন নাকি ফোর টোয়েন্টি গ্যারান্টি বলবেন? মানুষ খেকো বাঘের কথা শুনেছেন, চাকরি খোকো বাঘের কথা শুনেছেন কখনও? এই ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে আমি আছি। সবাইকেও থাকতে বলব। বলছে বোমা ফাটাবে। কী বোমা? ২৬ হাজার ছেলের চাকরি খেয়ে নিল! সন্দেশখালির মেয়েরা জানেও না তা কী লিখে দিয়েছে। আর তার পর ওরা বলছে, গোট দেশ দেখছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,আমি একজন হিন্দু ঘরের মেয়ে। আপনার হিন্দুত্বে বিশ্বাস করি না। আমি রামকৃষ্ণদেবের হিন্দুত্ব বিশ্বাস রাখি। বলছে আমি নাকি দুর্গাপুজো করতে দিই না। আপনারা বলুন তো আপনারা দুর্গাপুজো করেন? এই মিথ্যেবাদী লোকটা কোথা থেকে এল! বাংলাকে এরা চেনে না। বাংলা না থাকলে দেশের স্বাধীনতা হতো না,নবজাগরণ-ও হতো না। মমতার বলেন, জেনে রাখুন দিল্লিতে ওরা হারছে, রাজস্থানে হারছে, দক্ষিণ ভারতে হারছে।

এদিন তিনি আরও একটি সভা করেন উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙায়। তিনি বলেন, তার চার দশকের জনজীবনে মোদির আগে কখনো এতটা নিষ্ঠুর বা 'মিথ্যা' প্রধানমন্ত্রী দেখেননি। ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের সমর্থনে জনতার তুমুল করতালির মধ্যে মমতা বলেন, প্রথম দফায় এপাশ, দ্বিতীয় দফায় ওপাশ এবং তৃতীয় দফায় ধপাশ পাঠানো হয়েছে। মমতা আরও বলেন, প্রথম তিন দফায় বিজেপি পর্যাপ্ত ভোট পায়নি। ওরা (বিজেপি) এটা জানে। মানুষ এটা জানে, এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচকে শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে। তিনি আরও বলেন, আমি যখন এই মিটিংয়ে রয়েছি, তখন আমাদের দেশের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ...। আমি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কথা বলছি, তিনিও ব্যারাকপুরে একটি সভা করেছেন এবং রবিবার বাংলায় আরও বেশ কয়েকটি সভা করেন। জনতার মধ্যে তখন উচ্চস্বরে হাসি এবং হর্ষধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে। সন্দেশখালি নিয়ে মোদীকে প্রশ্ন করে মমতা বলেন, বিজেপি মিথ্যা ছড়িয়ে তাকে নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত করেছে। তবুও বাংলায় তৃণমূলই থাকছে।

সোনিয়া সাংসদ কোটার ৭০% টাকা মুসলিম এলাকায় ব্যয় করেছেন: শাহ

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির তারকা প্রচারক অমিত শাহ রবিবার বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, সাংসদ তহবিলের ৭০ শতাংশেরও বেশি সংখ্যালঘুদের জন্য ব্যয় করছেন সোনিয়া এবং লোকসভা কেন্দ্রের উন্নয়নে 'বাধা দিচ্ছেন'।

রায়বরেলিতে বিজেপি প্রার্থী দীনেশ প্রতাপ সিংয়ের সমর্থনে একটি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় অমিত শাহ দাবি করেন, শাহজাদা (রাহুল) এখানে ভোট চাইতে এসেছিলেন। অনেক বছর ধরে ভোট দিচ্ছেন। এমপি ফান্ড থেকে কিছু পেয়েছেন? যদি না পেয়ে থাকেন, তাহলে কোথায় গেল? তা গিয়েছে তাঁদের ভোটব্যাঙ্কে। সোনিয়া গান্ধি সাংসদদের তহবিলের ৭০ শতাংশেরও বেশি সংখ্যালঘুদের জন্য ব্যয় করেছেন।

আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে তিনি বলেন, এই গান্ধী পরিবার মিথ্যাচারে ওস্তাদ। তারা এখন প্রত্যেক মহিলার জন্য ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনে ওরা বলেছিল, প্রত্যেক মহিলাকে ১৫ হাজার টাকা করে দেবে তারা। রাজ্যের মহিলারা তাঁদের (কংগ্রেস) নির্বাচিত করেছেন। ১৫ হাজার টাকার কথা ভুলে যান, ওরা দেড় হাজার টাকাও দেয়নি। শাহ বলেন, এখানে অনেকেই আমাকে বলেছেন যে এটি একটি পারিবারিক আসন। এটা সত্যি। রায়বরেলির মানুষ বছরের পর বছর ধরে গান্ধি ও নেহরু পরিবারকে জিতিয়েছেন। কিন্তু এখান থেকে নির্বাচিত হওয়ার পর সোনিয়াজি ও তাঁর পরিবার কতবার রায়বরেলিতে এসেছেন? ঠিক আছে, সোনিয়াজির শরীর ভাল নয়, কিন্তু রাহুল বাবা বা বোন প্রিয়াঙ্কা এসেছেন? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গোটা উত্তরপ্রদেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করেছেন, কিন্তু গান্ধি পরিবার উন্নয়নকে রায়বরেলিতে ঢুকতে দিচ্ছে না।

সন্দেশখালি থাকলেও নেই শাজাহান, বিজেপির ফায়দা তোলা কঠিনের মুখে

রফিকুল হাসান ● সন্দেশখালি থেকে ফিরে

▶ গতকালের পর

আপনজন: সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে মিডিয়ার হাইপ: এই সমস্ত বিষয়ে আন্দোলন হবে আর একশ্রেণীর মিডিয়া হাইপ তুলবে না, তা কখনো হয়। কেননা মিডিয়ার একটা বড় অংশের মালিক বিজেপিপন্থী শিল্পপতিরা। এই সমস্ত আন্দোলন করার আগে সন্দেশখালির দ্বীপের লোকজন আগে মিডিয়ার লোকজনকে ডেকে পাঠাত। মিডিয়ার ক্যামেরা অন হলেই শুরু হতো ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ সহ বিক্ষোভ প্রতিবাদ। আর ক্যামেরা বন্ধ হলেই আবার যে যার কাজে ফিরে যেত। এখনো সেই ধারা অব্যাহত। কেননা সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে বিজেপির সন্দেশখালি ২ মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়াল বলছেন টাকার বিনিময়ে বিজেপির ইন্ধনে এই আন্দোলন হয়েছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যে মুখ খুলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃনমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সেই ভিডিও নিয়ে হয়তো ফাঁপরে পড়েছে বিজেপি। কেননা এই ভাইরাল ভিডিও বিজেপির বাড়া ভাতে ছাই দিল। যদিও তার পর থেকে বেপাত্তা গঙ্গাধর সহ বেশ কয়েকজন নির্যাতিতা।

সন্দেশখালির এই আন্দোলনে বেশ কয়েকদিন ধরে ভাটা পড়েছিল। আর ইস্যু পাচ্ছিল না বিজেপি। কিন্তু এই ভাইরাল ভিডিও সামনে আসার পর থেকে সন্দেশখালিতে ফের আনাগোনা বেড়েছে বিভিন্ন মিডিয়ার। বিজেপিপন্থী মানুষজনও মিডিয়া দেখলেই শুরু করছে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ। যে বিজেপি এতদিন পর্যন্ত সন্দেশখালিতে দাঁত ফোটাতে পারত না, এখন নদীর ওপারে সভা করছে। কলকাতা থেকে বিজেপি নেতাদের আনাগোনাও বেড়েছে নদীর

ওপারে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না লাগাতে পারলেও সন্দেশখালিতে নদীর ওপারে সংগঠন বিস্তারে সফল বিজেপি। আন্দোলনকে আবার যাতে পুনরায় চালু করা যায়, তারজন্য বিজেপির কলাকুশীলদেরও আনাগোনা বেড়েছে নদীর ওপারে। সবটাই এখন রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা দখলের লড়াই।

পুনশ্চ: সন্দেশখালির হিন্দু মহিলাদের উপর নির্যাতন চালাত

সন্দেশখালি/২

শেখ শাজাহান। এই হাইপ তুলে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাঁধানোর একটা ছক ভেস্তে দিল ওই এলকারাই শাখা সিদুর পরা মহিলারাই। কেননা তারাই রুখে দাঁড়িয়ে বলেছে শাজাহান তাঁদের কাছে দেবতার মতো। হ্যাঁ এটা ঠিক বহু মহিলার উপর অত্যাচার হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে নাটের গুরু হিসাবে উত্তম সর্দারের নাম উঠে এসেছে। তাই দাঙ্গার ছক ভেস্তে যায় তাঁদের। এক্ষেত্রে শাজাহান অনুগামীদের বড় ভুল ইডি, সিবিআই এর উপর হামলা চালানো। এটা নিন্দনীয়। আইন হাতে তুলে নেওয়া কোনোভাবেই কাম্য নয়। এই ঘটনার পরই বিজেপি হালে পানি পায়। দাঙ্গা না বাঁধাতে পারলেও বিজেপি মিটিং মিছিল সভা সমিতি সবই করছে। সন্দেশখালি আছে কিন্তু শেখ শাজাহান নেই। তাই ফাঁকা মাঠে রাজনৈতিক গোল দিচ্ছে বিজেপি। অবশ্যই গোল দেবে, শুধু বিজেপি কেন? সিপিএম, কংগ্রেস সহ সকল বিরোধীরা সভা সমিতি রাজনৈতিক প্রচার সবই করুক। এটাই তো গণতন্ত্র, এটাই তো আমাদের গর্বের ভারত। শুধুমাত্র সন্দেশখালি দ্বীপ এলাকায় ও আশেপাশের কয়েকটি বুথে জোর প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। কিন্তু সন্দেশখালির কয়েকশো বুথে নাস্তানুবাদ বিজেপি।কিন্তু ক্ষমতা দখলের জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোনো জাতিরই শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন সমর্থন করে না। এটা ঘৃণ্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই না। আর এই ষড়যন্ত্রে বারবার পা দেয় সংখ্যালঘুরা। তাই সংখ্যালঘুদের সজাগ থেকে সকলস্তরের শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজনদের সঙ্গে নিয়ে এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই লোকসভা ভোটেও তাঁর প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তা না হলে সামনে মহাবিপদ...। **(সমাপ্ত)**

মোদি ক্ষমতায় এলে দলিত ও আদিবাসীরা ফের দাস হয়ে যাবে: খাড়গে

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে রবিবার জনগণকে তাঁর দলকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার অর্থ হল দরিদ্র, দলিত ও আদিবাসীদের সাথে "দাসের মতো আচরণ করা"। মহারাষ্ট্রের ধুলে কেন্দ্রে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে খাড়গে ভোটারদের কাছে গণতন্ত্র ও সংবিধান বাঁচাতে তাঁর দলকে বেছে নেওয়ার আবেদন জানান।

স্বাধীনতার আগে গরিব, দলিত ও আদিবাসীদের সঙ্গে দাসের মতো ব্যবহার করা হত। মোদী-শাহকে তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব দিলে একই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটবে। আমরা আবার দাস হয়ে যাব। উত্তর মহারাষ্ট্রের ধুলেতে ২০ মে সাধারণ নির্বাচনের পঞ্চম দফায় ভোট হবে। এখানে বিজেপি প্রার্থী করেছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ ভামরেকে। তিনি বলেন, 'নিজের স্বার্থে এবং নিজের জনগণের স্বার্থে ভোট দিতে হবে। সংবিধানকে বাঁচাতে হবে। এই নির্বাচন দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে, সেহেতু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। যদি সংবিধান না থাকে তবে "আপনাকে বাঁচানোর কেউ থাকবে না", দাবি করে খাড়গে বলেন, "আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত ২০১৫ সালে বলেছিলেন যে সংবিধান পরিবর্তন করা উচিত"। পরে বিজেপির অনেক সাংসদ ও গেরুয়া শিবিরের নেতারাও একই মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারের অভিযোগও তুলেছেন খাড়গে।

প্রথম নজর

মা দিবসে সাংবাদিকের রক্তদান

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সাগরদীঘির বাসিন্দা পলি খাতুন কে শারিরীক অসুস্থতার কারণে প্রতি মাসে রক্ত গ্রহণ করতে হয়। সাগরদিঘী সুপার স্পেশালিটি হাসপতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রক্তের প্রয়োজনে রোগীর মা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সাগরদীঘি উইনার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সঙ্গে প্রতিবার যোগাযোগ করেন। এবার সরাসরি যোগাযোগ করেছিলেন সাগরদিঘীর বাসিন্দা তথা স্থানীয় চিত্র সাংবাদিক সাহিদা খাতুন অরফে সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে। তৎক্ষণাৎ কোন কিছু না ভেবে সরাসরি সাগরদীঘি ব্লাড ব্যাংকে পৌঁছে রক্তদান করেন সাবিনা। এবারে অষ্টম তম রক্তদান করলেন সাবিনা। রবিবার মা দিবসে এক মায়ের ডাকে রক্তদানে এগিয়ে এলেন সাংবাদিক সাবিনা ইয়াসমিন। পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলকে রক্তদানের আহ্বান জানান তিনি।

মোদির সভা হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার সাঁকরাইলের বিড়লা জলা মাঠে নির্বাচনী জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডা: রথীন চক্রবর্তী ও উলুবেড়িয়ার বিজেপি প্রার্থী অরুণ উদয় পালচৌধুরীর সমর্থনে রবিবার দুপুরে সভা করেন প্রধানমন্ত্রী। ভাটপাড়া, চুঁচুড়া, পুরশুড়ার সভার পর এদিন হাওড়ার সাঁকরাইলে আসেন মোদী। এদিন মোদী বলেন, গন্ডগোল করাই তৃণমূল নেতাদের কাজ। হাওড়ায় সব শিল্প বন্ধ হয়েছে। তৃণমূলে লুটের দফতর চলছে। তৃণমূল জমি লুট করেছে। দুর্নীতিই তৃণমূলের ফুলটাইম ব্যবসা। ইন্ডি জোটের সব শরিক দুর্নীতিগ্রস্ত। তৃণমূলের আমলে লটারিতেও দুর্নীতি হয়েছে। সরকারের মদতে জমি লুট করছে তৃণমূলের গুন্ডারা। সব দল লুকিয়ে দুর্নীতি করে তৃণমূল প্রকাশ্যে করছে। এদিন মোদী বলেন, হাওড়া ব্রিজে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড প্রকল্পের জন্য কেন্দ্র উদ্যোগ নিয়েছে। সাঁতরাগাছি ও শালিমার রেল স্টেশনের উন্নতির জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হাওড়ায় দেশের প্রথম জলের তলা দিয়ে মেট্রোরেল চালু হওয়ার কথাও এদিনের সভায় উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, অতীতে বাংলার জন্য রেল বাজেটে ৪,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হত।

ব্রিজের কাজ

আপনজন: নামখানা ব্লকের শিবরাম পুর অঞ্চলের গায়েনের বাজারে দীর্ঘ দিনের মানুষের দাবি ছিল কংক্রীটের ব্রীজ। কংক্রিটের ব্রিজের কাজ চলছে। সেই কাজের অগ্রগতি ঘুরে পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বাড়ুই, প্রধান, উপ প্রধান প্রমুখ। ছবি: আসিফা লস্কর

সন্দেশখালি কাণ্ডের দায় বিজেপির: চন্দ্রিমা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সন্দেশখালিতে তৃণমূলের নেতা কর্মীদের মারধরের ঘটনার দায় বিজেপির কাঁধে তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃনমূলের মহিলা নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আজ বাঁকুড়ার কোতুলপুরে বিষ্ণুপুরের তৃনমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডলের সমর্থনে বর্নাঢ্য রোড শোতে অংশ নিয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, ওরা আগে থেকেই এমনটা করে আসছে। আর এদের প্ররোচিত করছে বিজেপি নেতৃত্ব। আজ সন্দেশখালির গোটা গল্প ফাঁস হয়ে গেছে। সে কারনেই ফের নির্যাতন ও অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর আরো অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীও তাঁর বক্তব্যে এই নির্যাতনকারীদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সমর্থন জানিয়েছেন।

ভাইরাল ভিডিও নিয়েও এদিন প্রধানমন্ত্রীর কড়া সমালোচনা করেছেন চন্দ্রিমা। তাঁর দাবি ভাইরাল ভিডিওতে গঙ্গাধর কয়ালের বক্তব্যে স্পষ্ট ২ হাজার টাকার বিনিময়ে সন্দেশখালির মহিলারা মিথ্যা ধর্ষণের অভিযোগ করতে বাধ্য হয়েছেন। বলা চলে তাঁরা জানেননই না কী অভিযোগ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এ রাজ্যে এসে একের পর এক সভা করলেও এই ভাইরাল ভিডিও নিয়ে তাঁকে মুখ খুলতে দেখা যায়নি। উল্টে তিনি এই কাজ যারা করিয়েছে তাদেরই সমর্থন করতে দেখা গেছে। চন্দ্রিমার দাবি এতে প্রমাণ হয় প্রধানমন্ত্রী নারী শক্তির কথা বললেও তিনি আসলে নারীদের অপমান ও অসম্মান করছেন।

সিএএ সমর্থন করতে অভিষেক মোদি-শাহকে শর্ত দিলেন!

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: “বিজেপির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর প্রধানমন্ত্রী এসে যদি ঘোষণা করেন যে, আমরা নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেব, কোনও এনআরসি হবে না, তা হলে তৃণমূলের কেউ সমর্থন করুক আর না করুক, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন করবে। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি।” বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে হেলেঞ্চায় জনসভা থেকে এমনটাই মন্তব্য করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, “নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পাঁচ দিন আগে এরা নাগরিকত্ব দেবে বলে ফর্ম নিয়ে এসেছিল। আজ দু’মাস কেটে গেল। এরা (বিজেপি) বলেছিল, তৃণমূল চায় না আপনি নাগরিকত্ব পান । বলুন তো আপনারা, এই দু’মাসে তৃণমূল কাউকে ফর্ম ফিল আপ করা থেকে আটকেছে? আটকায়নি। কিন্তু আপনি আমায় দেখান, বিজেপির কোনও বুথের কোনও নেতা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন ।” ভোট প্রচারের ক্ষেত্রে বনগাঁর বিদায়ী সাংসদ ও বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর যখন ‘সিএএ’-কে অন্যতম হাতিয়ার বানিয়েছেন আর এরই মাঝে অভিষেক বনগাঁয় এসে সিএএ-এনআরসি নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোট এই আসনটি তৃণমূলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল বিজেপি ।

এ বার আসন পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে নেমেছে তৃণমূল । বিগত পাঁচ বছর শান্তনু ঠাকুর কি কাজ করেছেন তা নিয়ও প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। শান্তনু ঠাকুর গত পঞ্চায়েত ভোটে নিজের বুথে হেরেছেন সে কথা উল্লেখ করে অভিষেক বলেন, ‘আগামী ২০ মে বিশ্বজিৎ দাসকে ভোট দিয়ে শান্তনুকে শেষ জবাব দিন ।’ বিজেপি ক্ষমতায় এলে ২০২৯ সালে রান্নার গ্যাসের দাম আড়াই হাজার টাকা হয়ে যাবে বলে দাবি করলেন অভিষেক। বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’ ক্ষমতায় এলে দেশে ৫০ কোটি মহিলাকে লক্ষ্মীর ভান্ডার দেওয়া হবে বলেও দাবি করেন তিনি । একই সঙ্গে অভিষেক জানান, দারিদ্রসীমার নীচে থাকা পরিবারকে বছরে দশটি গ্যাস সিলিন্ডার বিনামূল্যে দেবে ‘ইন্ডিয়া’র সরকার । এ দিন অভিষেকের সভায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো। সভা মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের হাত ধরে উঁচু করে উপস্থিত জনতার কাছে আহ্বান জানান, সকলেই যেন বিশ্বজিৎ দাসেকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেন।

পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি পুড়ে ছাই

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই এক পরিযায়ী শ্রমিকের বসত বাড়ি। রবিবার ভর দুপুরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকা জুড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের ইংরেজ বাজার ব্লকের শোভানগর এলাকায়। জানা গেছে, প্রফুল্ল ঘোষ নামে ওই বাড়ির মালিক ভিন রাজ্যে বেশিরভাগ কর্মরত থাকেন। তবে মাঝেমধ্যে বাড়িতে আসেন। কিন্তু কি কারণে হঠাৎ এই আগুন লাগল তা বুঝে উঠতে পারছে না কেউ। এদিকে আগুনের তীব্রতা ভয়াবহ আকার ধারণ করার মুহূর্তে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে এবং আগুন নেভানোর কাজে হাত দেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই ভয়াবহ আকার ধারণ করলে বাড়িতে থাকা সর্বস্ব পুরে ছাই হয়ে যায়। ঘটনার খবর দেওয়া হয় দমকলে, খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বাড়িতে সমস্ত কিছুই পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল ট্রাক্টর চালকের

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ট্রাক্টরের সঙ্গে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল ট্রাক্টর চালকের। জখম হয়েছে আরো একজন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত দশটা নাগাদ চাঁচল-সামসী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের জিয়াগাছি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃত যুবকের নাম ধনঞ্জয় হরিজন বয়স(২৭)। বাড়ি চাঁচল থানার ভাকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়াটোলা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন রাতে শৌচালয়ের ট্রাক্টর নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছিল। সামসীর জিয়াগাছি এলাকায় একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টরটিকে ধাক্কা মারে। ট্রাক্টর চালক সহ এক শ্রমিক নয়নজলিতে পড়ে যাই।ঘটনাস্থলে মারা যায় ট্রাক্টর চালক। অপরজনকে আহত অবস্থায় চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাঁচল থানার পুলিশ।মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

অভিষেকের সমর্থনে বাইক মিছিল

নকীবউদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর সমর্থনে প্রচারে বাইক মিছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। রবিবার সকালে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার কেল্লার মাঠ থেকে শিবালয় পর্যন্ত কয়েক সো বাইক আরোহী বাইক মিছিলে সামিল হন। ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদের উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ১৬ টি ওয়ার্ড এই বাইক নিয়ে বাইক মিছিল করা হয় জুড়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর সমর্থনে প্রচারে এই বাইক মিছিলের আয়োজন। উপস্থিত ছিলেন ডায়মন হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাস ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ ডায়মন্ড হারবার টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন তরফদার, মহিলা নেত্রী মনমোহিনী বিশ্বাস ও ডায়মন হারবার পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলর সহ তৃণমূলের নেতৃত্বরা।

ছবি: বাইজিদ মণ্ডল

আলোর সন্ধানে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● স্বরূপনগর

আপনজন: রবিবার উত্তর ২৪ স্বরূপনগর ব্লকের গোবিন্দপুর আলোর সন্ধানে পত্রিকার অফিস গৃহে কবি জয়দেব বিশ্বাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে শুরু হয় রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি ফিরোজা খাতুন, বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ডাঃ সিরাজুল ইসলাম ঢালী, কবি জালাল উদ্দিন মণ্ডল। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় আলোর সন্ধানে মাসিক পত্রিকার ২৪তম সংখ্যা। এছাড়াও প্রকাশিত হয় জালাল উদ্দিন মণ্ডল মহাশয়ের - “অমৃত বাণী” বাণী সংকলন, রুজিনা বেগমের - “আলোর খোঁজে” কাব্যগ্রন্থ এবং ইমদাদুল ইসলাম এর The Rhythmic Blossoms ইংরেজি গ্রন্থ তিনটি। মোড়ক উন্মোচন করেন ডাঃ সিরাজুল ইসলাম ঢালী, আনারুল হক, জয়দেব বিশ্বাস প্রমুখ।

জেলাশাসকের অফিসে কন্ট্রোল রুম বর্ধমানে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে ও বর্ধমান পূর্বের নির্বাচন আজ । জেলাশাসকের অফিসে খোলা হয়েছে কন্ট্রোলরুম । দুরন্ত প্রস্তুতি আছে নির্বাচন কমিশন প্রশাসন থেকে ভোট কর্মীরা । বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বা প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যাবে আজই । যদিও ফল পাওয়া যাবে ৪ জুন । রবিবার শুরু হয়েছিল ভোট কর্মীদের তৎপরতা ।ভোট গ্রহণের সামগ্রী নেওয়ার জন্য। বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভার ডি সি আর সি কেন্দ্র তথা বর্ধমান শহরে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি তে ভিড় ভোট কর্মীদের। বর্ধমান পূর্বের মেমারি থেকে ডি সি আর সি কেন্দ্র। সেখান থেকে ভোটের সামগ্রী নিয়ার তৎপরতা আতঙ্কে উঠেছে। প্রশাসনের তরফ থেকে অসংখ্য গাড়ি প্রতিটি বুথে প্রিজাইডিং অফিসার সহ সমস্ত ভোট কর্মীদের পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন প্রাইমারি স্কুল গুলিতে ভোট কেন্দ্র করা হয়েছে তার আগে থেকে সেখানকার পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সমস্ত কিছুই প্রশাসনের তরফ থেকে দেখা হয়েছে। এবং সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে আগে ওই কেন্দ্রে কোন দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে কিনা সেটাও প্রশাসনের তরফ থেকে খোঁজ খবর করা হয়েছে। সেন্ট্রাল বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ এর তৎপরতা তুঙ্গে আছে তার আগে রাত পর্যন্ত চলেছে বিভিন্ন এলাকায় নাকা তল্লাশি। সতর্ক আছে এখনো পর্যন্ত রাজ্যে এই নির্বাচনে এখনো পর্যন্ত কোন মৃত্যুর খবর নাই। এই প্রক্রিয়া বজায় রাখার জন্য প্রশাসন ও উদগ্রীব আছে।

হাজী নুরুলের সমর্থনে শাসনে শোভাযাত্রা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: বাংলার মানুষের উন্নয়নে বাংলার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সমস্ত জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি চলছে তার খতিয়ান তুলে ধরে ভোট প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার দাদপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রায় তিন কিমি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য দীর্ঘদিন বাম শাসনে উত্তর ২৪ পরগনার শাসন এলাকা খবরের শিরোনামে বিরাজ করত। বর্তমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে শাসনে শান্তি বিরাজমান যা সাধারণ মানুষের চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়। রবিবার দাদপুর অঞ্চলের পাকদাহ দাসপাড়া থেকে কামগাছি পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় চার হাজারের অধিক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি প্রমাণ করে শাসনের মাটি তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্জয় ঘাঁটি। বারাসত ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার দাদপুর অঞ্চলের কর্মসূচিতে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন এবং বিরোধীদের চক্রান্ত সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে। তাই উন্নয়নকে সামনে রেখে বাংলার আপামর মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষেই ভোটের ময়দানে হাজির হবে।

বসিরহাট নির্বাচনী কোর কমিটির অন্যতম সদস্য একেএম ফারহাদ বলেন, বাংলার অন্যান্য প্রান্তের মতো এই এলাকায় মানুষ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল জয় সময়ের অপেক্ষা। এই কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইফতেখারউদ্দিন, আছের আলি মল্লিক, আমিনুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান, মুন্না প্রমুখ।

বীরভূমে শান্তিতে ভোট করতে বিশেষ বন্দোবস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম সহ বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে আজ নির্বাচন। মোট ১৩১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিরাপত্তার জন্য পাঠানো হয়েছে এই জেলায়। রবিবার সকাল থেকে চুড়ান্ত ব্যস্ততা ছিল ৪২ নং লোকসভা বীরভূম কেন্দ্রের সিউড়ি এলসি কলেজ সহ রামপুরহাট কলেজে ডিআরডিসি কেন্দ্রে । সকাল থেকে ভোটকর্মীরা ভোটের সরঞ্জামপত্র বুঝে নিয়ে একে একে রওনা দেন নিরাপত্তারক্ষীদের সাথে নিয়ে নির্দিষ্ট ভোটগ্রহন কেন্দ্রে। বীরভূম লোকসভায় এবারে মোট ১২ জন প্রার্থী থাকলেও লড়াই মূলত ত্রিমুখী। তৃণমূলের শতাব্দী রায়,বিজেপির দেবতনু ভট্টাচার্য ও অপর দিকে বাম কংগ্রেসের জোট মিল্টন রশিদের। সোমবার সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৬টা অবধি ভোটগ্রহন হবে ।বীরভূম কেন্দ্রের মোট ১৯৪৩বুথে ,মোট ১৩১ কোম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে সাথে ৬১৭২জন রাজ্য পুলিশ থাকছে বলে জানা গেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বীরভূম কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ৯,৩৪,০১৪জন। অন্যদিকে, নির্বাচনকালে ৯৪টি নাকা পয়েন্ট করা হয়েছে। সাথে ৪০৭টি বুথকে স্পর্শকাতর বুথ হিসেবে ধরে বিশেষ নজর রাখছে নির্বাচন কমিশন। বীরভূম লোকসভার মুরারই, নলহাটি, হাঁসন ,রামপুরহাট, সাঁইথিয়া ,সিউড়ি ও দুবরাজপুর বিধানসভা এলাকায় ১৯৪৩টি বুথে থাকছে ক্যামেরা ও ওয়েবকাষ্টিং এর ব্যবস্থা। খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। সাধারন পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে থাকছেন টি রবিকান্ত, পুলিশ পর্যবেক্ষক থাকছেন বিজয় সিং । সুষ্ঠ অবাধ নির্বাচন করতে মরিয়া চেষ্টা কমিশনের , নির্বাচনে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জোন হিসেবে ভাগ করে থাকছে কিউআরটি টিম । অন্যদিকে নির্বাচন উপলক্ষে ইতিমধ্যে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে জেলার সীমান্ত এলাকা।

ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা প্রধানের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: সদ্য মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন শেষ হয়েছে তার পরে আবারো উন্নয়ন মূলক কাজ শুরু করে দিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লকের সাদিখান দেয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহাবুল ইসলাম।রবিবার সকালে সাদিখান দেয়ার অঞ্চলের কালীগঞ্জ বাজারের পাঁচ টি ঢালাই রাস্তার কাজের শুভ সূচনা করেন ফিতে কেটে।

ঢালাই রাস্তার কাজ প্রায় ছয় শো মিটার বলে জানান প্রধান মহাবুল ইসলাম তিনি আরো বলেন জেলা পরিষদের আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে বাজারের যেসমস্ত গোলি রাস্তা ছিল ,সেই রাস্তা গুলোর কাজ শুরু করা হয়েছে আগামীতে আরো কাজ করা হবে।তবে নির্বাচনের জন্য কাজ বন্ধ ছিল এখন আবার পুরো জোরকদমে রাস্তা থেকে ড্রেন সহ সজল ধারা,সোলার লাইটের কাজ করা হবে গোটা অঞ্চলে।এই রাস্তা পেয়ে খুশি বাজারের মানুষ তারা বলেন দীর্ঘ দিন ধরে বাজারের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল প্রধান মহাবুল ইসলাম তার নিজ উদ্যোগে যেভাবে কাজ করে চলেছেন তাতে খুবই খুশি আমরা বাজারের ক্রেতা বিক্রেতা সকলে।

ভোটে গন্ডগোল রুখতে তৎপর মঙ্গলকোট পুলিশ

পারিজাত মোল্লা ● মঙ্গলকোট

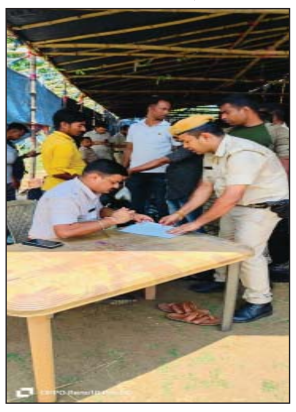

আপনজন: আজ সোমবার রাজ্যে চতুর্থ দফার লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে। এই দফায় বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বোলপুর, বীরভূম, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান-দুর্গাপুর ও আসানসোল কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হচ্ছে ।বোলপুর লোকসভার অধীনে পড়ছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম - আউশগ্রাম - মঙ্গলকোট বিধানসভা এলাকাগুলি। অশান্তি রুখতে ইতিমধ্যেই মাস খানেক আগে থেকেই জেলা পুলিশ নাকা চেকিং শুরু করেছে। এর পাশাপাশি ওয়ারেন্ট ইস্যু হওয়া সিংহভাগ দাগি আসামিদের পাকরাও করেছে পুলিশ। সেইসাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে নির্বাচনী বুথ সহ বিভিন্ন এলাকাগুলিতে টহলদারি চালিয়েছে পুলিশ। রবিবার মঙ্গলকোট পুলিশের শেষ বেলার প্রাক প্রস্তুতি দেখা গেল নুতনহাট এ.কে.এম হাইস্কুলে। মঙ্গলকোট থানার আইসি পদে পুলিশ অফিসার মধুসূদন ঘোষ সম্প্রতি হুগলি জেলা থেকে এসেছেন। অপরাধ দমনের পাশাপাশি স্থানীয়দের প্রতি জনসংযোগে নিজেকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন তিনি।ভোটের দিন যাতে কোনরকম অশান্তি না হয়, সেজন্য তিনি প্রতিটি সড়কপথে কড়া নজরদারি রাখছেন বলে জানা গেছে। গত একুশে বিধানসভার নির্বাচনের সময় অজয় নদের সীমান্তবর্তী বীরভূমের বেশ কয়েকটি জায়গায় গন্ডগোল ঘটেছিল।এবার তার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সেই ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। সম্প্রতি পতাকা টাঙানো কে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল মঙ্গলকোটের নপাড়া এলাকায়।

নবাবপুরে নির্বাচনী জনসভায় নওশাদ

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: শনিবার আইএসএফের নির্বাচনী জনসভা নবাবপুর অঞ্চল অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী সাহারিয়ার মল্লিক (বাপি) জনসভা শুরু হয় বৈকাল পাঁচটা নাগাদ শেষ হয় রাত্রি ৮ ঘটিকায়! প্রধান বক্তা ছিলেন আইএসএফের চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। প্রসঙ্গত নবাবপুর ভগবতীপুর কুমির মোড়া অঞ্চলের আই এস এফের সমর্থকদের এই নির্বাচনের জনসভা। নির্বাচনী জনসভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন আইএসএফএর চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী ছাড়া শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী সাহরিয়ার মল্লিক, আইএসএফের কার্যকারী সভাপতি শামসুর মল্লিক, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ মাইতি, আইএসএফের যুব সম্পাদক আমজাদ হোসেন প্রমুখ। বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে শ্রীরামপুর কেন্দ্রের আইএসএফের প্রার্থী সাহরিয়ার মল্লিককে ভোট দেওয়ার আহবান জানান নওশাদ সিদ্দিকী। প্রার্থী সাহারিয়ার মল্লিক ছাড়াও আই এস এফের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন আই এস এফের নেতৃবৃন্দ এছাড়া নবাবপুর অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ইয়াসিন মল্লিক, আইএসএফের সভাপতি মেহবুব আলম ছাড়াও জসীমউদ্দীন ও কাদের মল্লিক গিয়াস উদ্দিন মল্লিক প্রমুখ।

প্রথম নজর

রেস্তোরাঁয় নারীদের কৃত্রিম নখ, চোখের পাপড়ি পরার উপর নিষেধাজ্ঞা দিল সৌদি

আপনজন ডেস্ক: খাদ্যে বিষক্রিয়া ঠেকাতে রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকানগুলোতে নারী কর্মীদের কৃত্রিম নখ ও চোখের পাপড়ি এবং নেইল পলিশ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মধ্য প্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব।
দেশটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রেস্তোরাঁ ও খাবার সরবরাহকারী দোকানে পরিচ্ছন্নতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে নারী কর্মীদের এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
সংবাদমাধ্যম গাল্ফ নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নারীদের গয়না, কানের দুল বা হাতঘড়িতে ব্যাকটেরিয়া ও ময়লা জমে থাকতে পারে এবং তা খাদ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টির একটি উৎস হতে পারে। এজন্য এগুলো কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারে নিষেধ করা হয়েছে। তবে কান ছিদ্র করে পরা গোলাকৃতির এক টুকরা দুল ও খোদাই করা নয় এমন আংটি পরতে অসুবিধা নেই। এছাড়া খাবার তৈরি ও পরিবেশনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ধূমপান করা, খাবার খাওয়া, হাঁচি দেওয়া বা দস্তানা না পরে রান্নার আগে খাবার স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছে মন্ত্রণালয়।
সম্প্রতি সৌদি আরবের রিয়াদে একটি রেস্তোরাঁয় বার্গার খেয়ে ৭৫ জনের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এবং পরে একজন মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

সৌদি আরবে ব্যাপক ধরপাকড়, গ্রেফতার ১৯ হাজারের বেশি অভিবাসী

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে এক সপ্তাহের অভিযান চালিয়ে আবাসন, শ্রম এবং নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের দায়ে সাড়ে ১৯ হাজারের বেশি অভিবাসীকে গ্রেফতার করেছে দেশটির আইনশৃঙ্খলাবাহিনী। রোববার (১২ মে) দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে অভিবাসীদের গ্রেফতারের এই তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, গত ২ মে থেকে ৮ মে পর্যন্ত দেশজুড়ে অভিযান চালিয়ে ১৯ হাজার ৭১০ জন অভিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সৌদিতে অবৈধভাবে বসবাস, শ্রম ও নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। বিবৃতিতে সৌদির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, আবাসন আইন লঙ্ঘনের দায়ে ১২ হাজার ৯৬১ জন, সীমান্ত নিরাপত্তা আইনে ৪ হাজার ১৭৭ জন এবং শ্রম আইন লঙ্ঘন করায় আরো ২ হাজার ৫৭২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া সৌদি আরবে অবৈধ উপায়ে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় ৯৭৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ ইয়েমেনি, ৫৪ শতাংশ ইথিওপীয় এবং ৩ শতাংশ অন্যান্য দেশের নাগরিক। পাশাপাশি অবৈধভাবে সৌদি আরব ত্যাগের চেষ্টার সময় আরো ৪৬ জনকে গ্রেফতার করেছে দেশটির আইনশৃঙ্খলাবাহিনী। সৌদির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, একই সময়ে সৌদির আবাসন, সীমান্ত এবং কাজের বিধিবিধান লঙ্ঘনকারীদের পরিবহন, আশ্রয় এবং নিয়োগে জড়িত থাকার দায়ে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বর্তমানে দেশটিতে গ্রেফতারকৃত ৪৯ হাজার ৪০৭ জন আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। তাদের মধ্যে কেবল নারীই রয়েছেন ৩ হাজার ৬৫ জন।
গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৪০ হাজার ৩৯১ জনকে দেশে ফেরত পাঠানোর আগে ভ্রমণের প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহের জন্য তাদের নিজ নিজ কূটনৈতিক মিশনে যোগাযোগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি আরো ১৩ হাজার ৩৮৩ জনকে সৌদি আরব থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এছাড়া আরো ৩ হাজার ১৬ জনকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া প্রস্তুতি চলছে। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটিতে অবৈধভাবে প্রবেশে সহায়তার চেষ্টাকারী ব্যক্তির ১৫ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ লাখ সৌদি রিয়াল জরিমানার বিধান রয়েছে। সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে বারবার সতর্ক করে দিয়ে আসছে।

ইসরায়েলে সরকার পতনের ডাক দিল জিম্মিদের পরিবার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের হাতে থাকা ইসরায়েলি জিম্মিদের পরিবারের সদস্যরা সরকার পতনের ডাক দিয়েছেন। শনিবার তেল আবিবে একটি জরুরি সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখান থেকে সব ইসরায়েলিকে রাস্তায় নেমে আসার এবং নেতানিয়াহুর সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার আহ্বান জানান তারা।
শনিবার হামাস এক ইসরায়েলি জিম্মির ভিডিও প্রকাশ করেছে। তারা জানিয়েছে, ইসরায়েলের বিমান হামলায় এই জিম্মি নিহত হয়েছেন। তার মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশের পরই অন্যান্য জিম্মিদের পরিবারের সদস্যরা সংবাদ সম্মেলন করেন।
এতে তারা বলেন, ইসরায়েলি সেনারা গাজার যেসব অঞ্চল দখল করেছিল সেখানে হামাস আবারও পুনর্গঠিত হচ্ছে। চলমান যুদ্ধে কোনো কৌশল নেই; ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চল এখন জ্বলছে। অপরদিকে দক্ষিণাঞ্চল শুটিং রেঞ্জে পরিণত হয়েছে।
যেসব মানুষকে সীমান্ত এলাকা থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে তাদের পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে। এই বিপর্যয় শুধুমাত্র বেড়ে চলছে। যদি আমরা এই পথে চলতে থাকি তাহলে আমরা শুধুমাত্র জিম্মিদের হারাব না, পুরো ইসরায়েলকে হারাব।
সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর তীব্র সমালোচনা করেছেন জিম্মিদের পরিবারের সদস্যরা। তারা দাবি করেছেন, শুধুমাত্র নেতানিয়াহুর কারণে জিম্মি চুক্তি হচ্ছে না। তারা বলেছেন, নেতানিয়াহু শুধুমাত্র জিম্মিদের ফিরিয়ে আনতে বাধা দিচ্ছেন না। তিনি ইসরায়েলকে সাফল্যও পেতে দিচ্ছেন না। হামাসের কাছ থেকে আমাদের জিম্মিদের মুক্ত করতে আমাদের নেতানিয়াহুর কাছ থেকে মুক্ত হতে হবে।
তারা ইসরায়েলি অন্যান্য মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, গানজ, আইসেনকোট, গ্যালান্ট এবং লিকুড পার্টির বিবেকবান যেসব নেতা আছেন– হামাসের সুড়ঙ্গে আমাদের জিম্মিরা যেন না পচে, দ্রুত সময়ে জিম্মি চুক্তিতে পৌঁছাতে, নাশকতা এবং জিম্মিদের পরিত্যাগ করার অপরাধ থামাতে– আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এই সরকারের পতন ঘটান।
তারা আরো বলেছেন, এই সরকার জিম্মিদের নিয়ে কোনো পরোয়া করে না। এটি দেশকে একটি বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এই সরকারের সঙ্গে সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করে দিন। এই যুদ্ধ থামাতে এবং জিম্মিদের বাঁচাতে সবাই বাইরে বের হন।
জিম্মিদের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, তারা এখন আন্দোলন শুরু করবেন এবং জিম্মিরা যতদিন না ফিরবে ততদিন আন্দোলন চলবে।

হামাস যা করলে আগামীকালই যুদ্ধবিরতি সম্ভব বলে জানালেন বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি জিম্মিদের সবাইকে আজ মুক্তি দিলে আগামীকাল থেকেই গাজায় যুদ্ধবিরতি সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শুক্রবার রাজধানী ওয়াশিংটনের সিয়াটলে এক জনসভায় তিনি এ কথা বলেন।
বাইডেন বলেন, হামাস যদি (আজ) সব জিম্মিকে ছেড়ে দেয়, তাহলে আগামীকালই গাজায় যুদ্ধবিরতি সম্ভব। ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। তারা বলেছেন- গাজায় যুদ্ধবিরতি এখন পুরোটাই হামাসের ওপর নির্ভর করছে। যদি হামাস (আজ) জিম্মিদের ছেড়ে দেয়, তাহলে আজ থেকেই গাজায় ইসরায়েলি অভিযান বন্ধ করা হবে এবং আগামীকাল থেকে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হবে।”
তবে গাজায় যুদ্ধবিরতির বিষয়টি পুরোপুরি ইসরায়েলের ওপর নির্ভার করছে বলে মনে করে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। শুক্রবার হামাসের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনের বিভিন্ন সংগঠনের কাছে হামাসের পাঠানো বার্তায় এসব কথা বলা হয়েছে। ইসরায়েলি বিভিন্ন সংগঠনের উদ্দেশে এক বার্তায় হামাস লিখেছে, মধ্যস্থতাকারীদের দেয়া প্রস্তাব ইসরায়েল প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রস্তাবে উল্লিখিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ইসরায়েল আপত্তি জানিয়েছে। ফলে বল এখন পুরোপুরি ইসরায়েলের হাতে।
গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে ১ হাজার ২০০ জনকে হত্যা করে হামাস যোদ্ধারা, সেই সঙ্গে জিম্মি হিসেবে ধরে নিয়ে যায় আরো ২৪০ জনকে।
হামাসের সেই হামলার জবাবে সেই দিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। তাদের অভিযানে এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ৩৪ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি। আহত হয়েছেন ৮০ হাজারের মত মানুষ।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে দক্ষিণের রাফায় স্থল অভিযানে বদ্ধ পরিকর ইসরায়েলি বাহিনী। কয়েক হাজার ফিলিস্তিনিকে পূর্ব রাফা থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিতরণ করা হচ্ছে লিফলেট। আল মাওয়াসি নামক এলাকায় তাদের সরে যেতে বলা হয়েছে। তবে ইসরায়েলের হামলার হাত থেকে গাজার কোথাও নিরাপদ নয়, রাফার লাখ লাখ বাসিন্দার দিন কাটছে তাই আতঙ্কে। ত্রাণ প্রবেশে বাধা দেয়ায় খাবার ও পানির সংকটে থাকায় ভবিষ্যতে কি অপেক্ষা করছে তা অজানা।

ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান বর্জন

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের রিচমন্ডে ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে গেছেন বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে রিপাবলিকান গভর্নর গ্লেন ইয়ংকিন বক্তব্য শুরু করার পরই গাউন-ক্যাপ পরা কিছু শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানস্থল থেকে বেরিয়ে যান। এ সময় তারা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।
স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠানে বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা এমন কিছু করতে পারেন, এমন আশঙ্কায় ভুগছেন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। বিক্ষোভের জেরে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আয়োজন বন্ধ রাখা হয়েছে।
জানা গেছে, ক্যাম্পাসগুলোয় বিক্ষোভকারীরা দাবি জানাচ্ছেন, যেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইসরায়েলের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ দেয়।
এর আগে গত ২৯ এপ্রিল ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয় পুলিশ। ওই সময় ১৩ জনকে আটক করা হয়। তাদের মধ্যে ছয়জন শিক্ষার্থী।

গাজায় যুদ্ধবিরতি আদেশ জারি করতে পারে আইসিজে

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি আদেশ জারি করতে পারেন আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)। বৈরুত-ভিত্তিক আল-মায়াদিন নিউজ নেটওয়ার্ক জানিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার অনুরোধে আইসিজে ওই নির্দেশ জারি করতে যাচ্ছে বলে ইসরায়েলি গণমাধ্যমগুলো ধারণা করছে।
ইসরায়েলি সেনারা যখন গাজা উপত্যকার সর্বদক্ষিণের শহর রাফায় আগ্রাসন জোরদার করেছে তখন দক্ষিণ আফ্রিকা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আরো কঠোর নির্দেশ জারির অনুরোধ জানিয়েছে।
আইসিজেকে দক্ষিণ আফ্রিকা বলেছে, রাফা শহরে প্রায় ১৫ লাখ ফিলিস্তিনি আশ্রয় নিয়েছে। সেইসাথে ওই শহর দিয়ে মিশর হয়ে গাজা উপত্যকার জন্য ত্রাণের সবচেয়ে বড় চালান প্রবেশ করে। এ অবস্থায় রাফায় ইসরায়েলি আগ্রাসন গাজাবাসীর জন্য ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনবে।
গত ৮ জানুয়ারি থেকে ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে বলে আইসিজেতে অভিযোগ জানায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ওই অভিযোগের শুনানি শেষে আন্তর্জাতিক আদালত ইসরায়েলকে গাজায় গণহত্যার মতো অপরাধ বন্ধ করতে এবং মানবিক ত্রাণের চালান অবাধে প্রবেশ করতে দেওয়ার নির্দেশ জারি করে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা অভিযোগ করেছে, তেল আবিব আইসিজের জারি করা নির্দেশ পালন করছে না।
এদিকে ইসরায়েল ও হামাস কয়েকদফা আলোচনায় বসার পরও এখনো যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছাতে পারেনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যুক্তরাষ্ট্রের বিক্ষোভ দমনে চড়াও পুলিশ, হার্ভার্ডে শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার

আপনজন ডেস্ক: পুলিশের নিপীড়নের মধ্যেই গাজায় ইসরায়েলের বর্বর হামলার প্রতিবাদে এবং স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উত্তাল রয়েছে। দেশটির স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মত গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধে ক্যাম্পাসে তাঁবু গেড়ে বিক্ষোভ করেছেন। তবে গত শুক্রবার তাঁবু গুঁড়িয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। এ সময় বেশ কিছু শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক নামী প্রতিষ্ঠান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের সাময়িক বহিষ্কার শুরু করেছে তারা। সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরাইল জানিয়েছে, বিক্ষোভকারী অনেক শিক্ষার্থীকে চলতি সপ্তাহে বহিষ্কার করেছে এমআইটি কর্তৃপক্ষ। তারা শিক্ষা কার্যক্রম ও স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন না।
গাজায় যুদ্ধ বন্ধ ও ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠান ও ইসরায়েলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসাসহ সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবিতে গত ১৭ এপ্রিল ক্যাম্পাসে তাঁবু গেড়ে বিক্ষোভ শুরু করেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। পরে দেশটির দেড় শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভ চলছে ইউরোপের অন্তত এক ডজন দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে।
যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় শুক্রবার ভোররাত চারটার দিকে এমআইটিতে ঢোকে দাঙ্গা পুলিশের একটি দল। সেখানে তারা শিক্ষার্থীদের অস্থায়ী তাঁবু ছেড়ে দিতে ১৫ মিনিট সময় দেয়। তাঁবু না ছাড়লে শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হয় পুলিশ। তাঁবু গুঁড়িয়ে দেয় এবং অন্তত ১০ শিক্ষার্থীকে আটক করে। এদিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁবু গুঁড়িয়ে দেয় পুলিশ। এর আগে গত সোমবার এমআইটিতে বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করেছিল পুলিশ। কিন্তু শিক্ষার্থীদের প্রতিরোধের মুখে পুলিশ পিছু হটে। বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা বলেছেন, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে এমআইটির সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবিতে তারা অনড়। এভাবে তাদের বিক্ষোভ দমন করা যাবে না।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৩ মি.

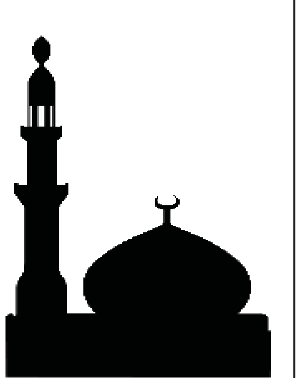

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৮	৪.৫৭
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০৯	
মাগরিব	৬.১৩	
এশা	৭.৩০	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

ব্রাজিলে বন্যা-ভূমিধসে ১৩৬ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য রিও গ্রান্ডে দো সুলেতে কয়েকদিন ধরে চলা টানা বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩৬ জনে দাঁড়িয়েছে।
শনিবার (১১ মে) রিও গ্রান্ডে দো সুলের সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ১৩৬ জন নিহত হওয়ার পাশাপাশি এখনো শতাধিক মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনার সীমান্তবর্তী এ রাজ্যের অন্তত ৪৪৬ পৌরসভা প্লাবিত হয়েছে। ফলে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ৫ লাখ ৩৭ হাজারের বেশি মানুষ।

আফগানিস্তানের বন্যায় মৃতের সংখ্যা ছাড়াল ৩০০

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে আকস্মিক বন্যায় তিন শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১ হাজার ৫০০-এর বেশি ঘরবাড়ি। শনিবার এ তথ্য জানিয়েছে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (ডব্লিউএফপি)। খবর বার্তাসংস্থা এপি'র।
সংস্থাটির প্রতিবেদনে বলা হয়, শুক্রবার আফগানিস্তানের বাঘলান, তাখার ও বাদাকাশানের পাশাপাশি পশ্চিমাঞ্চলীয় ঘর ও হেরাত প্রদেশে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। এতে নদ-নদীর পানি বেড়ে বন্যা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশের গ্রাম, সড়ক ও কৃষিজমি কাদাময় হয়ে পড়েছে।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, বহু মানুষ বাঘলানের হাসপাতালে জড়ো হয়েছেন। তারা তাদের স্বজনকে খুঁজছেন।
এসময় একজন কর্মকর্তা বলেন, তাদের কবর খনন শুরু করা উচিত। তাদের কর্মীরা দাফনের জন্য মৃতদেহ প্রস্তুত করছেন।
তালেবান সরকারের প্রধান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) লেখেন, 'বন্যায় শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আহত হয়েছে।'
তিনি আরো বলেন, 'সরকার বন্যাকবলিতদের উদ্ধার, আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া এবং মৃতদেহ দাফনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।'

চিনের ৩৭ কোম্পানির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: এবার চীনের ৩৭টি প্রযুক্তি কোম্পানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বলছে, চীনা ৩৭টি প্রযুক্তি কোম্পানি মার্কিন উপকরণ ব্যবহার করে নজরদারি বেলুন ও দেশটির সামরিক বাহিনীর জন্য ড্রোন তৈরি করেছিল।
এ বিষয়ে ওয়াশিংটনভিত্তিক রেডিও ফ্রি এশিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা পাওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে ২২টি মার্কিন কোয়ান্টাম প্রযুক্তি খাতের সহযোগিতা নিয়ে চীনের সামরিক বাহিনীর জন্য ড্রোন তৈরি করেছে। এছাড়া ১১টি কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা নজরদারি বেলুন তৈরি করেছে। আর অন্য কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য রাশিয়ায় বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করেছে।
নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে মার্কিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি অ্যালান এস্তেভেজ বলেছেন, জাতীয় নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য উদ্বেগের কারণে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
জো বাইডেন ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর নতুন নিষেধাজ্ঞা পাওয়া এই ৩৭টি কোম্পানিসহ মোট ৩৫৫টি চীনা প্রতিষ্ঠানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলো।

ইন্দোনেশিয়ায় স্কুলবাস দুর্ঘটনায় নিহত ১১

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বহনকারী একটি বাস দুর্ঘটনায় অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন।
দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ ৬১ জন যাত্রী ছিল। বাসটি জাভার দিপক শহর থেকে লেমবাং নামের একটি জনপ্রিয় পর্যটন স্পটে যাচ্ছিল। শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
জাভা পুলিশের মুখপাত্র জুলস আব্রাহাম আবাস্ত বলেন, শিক্ষার্থীরা তাদের গ্র্যাজুয়েশন উদযাপন করতে স্কুল ট্রিপে বের হয়েছিল। বাসটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং বিপরীত লেনে চলে যায়। এরপর বাসটি একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে বিধ্বস্ত হওয়ার আগে বেশ কয়েকটি গাড়ি ও মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই নয়জন মারা গেছেন। একজন শিক্ষক ও স্থানীয় একজন মোটরচালকসহ আরো দুজন পরে হাসপাতালে মারা গেছেন। ৫৩ জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
তিনি বলেন, আমরা এখনো দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করছি। তবে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, বাসের ব্রেক ত্রুটিপূর্ণ ছিল।
প্রসঙ্গত, ইন্দোনেশিয়ায় দুর্বল সড়ক ব্যবস্থাপনা ও আইন ভাঙার কারণে প্রায়ই বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১২৯ সংখ্যা, ৩০ বৈশাখ ১৪৩১, ৪ জিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

অমৃতময়ী

উনিশ শতকের প্রখ্যাত ইংরেজ কবি জোসেফ রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের মা-সংক্রান্ত একটি উদ্ধৃতি বিশ্বময় খ্যাতি পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন :‘গড কুড নট বি এভরিহোয়ার, অ্যান্ড দেয়ার ফর হি মেড মাদারস।’ অর্থাত্, ঈশ্বর সর্বত্র থাকিতে পারেন না, এই জন্য তিনি মায়েদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর নিশ্চয়ই সর্বত্র বিরাজ করেন; কিন্তু রুডইয়ার্ড কিপলিং মূলত বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ঈশ্বর যেমন তাহার সৃষ্ট প্রাণের প্রতি দরদি, তেমনি ঈশ্বরের পরে এই বিশ্বজগতে সবচাইতে দরদি সত্তা হইল ‘মা’। তাহা শুধু মানুষের মধ্যেই নহে, সকল প্রাণীর মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে, মায়ের বিশালত্ব কোনো কিছু দিয়াই পুরাপুরি তুলিয়া ধরা সম্ভব নহে। খ্যাতিমান কবি কাজী কাদের নেওয়াজ তাহার ‘মা’ কবিতায় এই জন্য লিখিয়াছেন–‘মা কথাটি ছোট্ট অতি কিন্তু জেনো ভাই,/ ইহার চেয়ে নাম যে মধুর ত্রিভুবনে নাই।’ পৃথিবীর সকল বিখ্যাত মানুষের আত্মজীবনীতেই মায়ের ভূমিকা ও অবদান দারুণভাবে উদ্ভাসিত। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন যেমন বলিয়াছেন, ‘আমি যাহা হইয়াছি বা ভবিষ্যতে যাহা হইতে চাহি, তাহার সকল কিছুর জন্য আমি আমার মায়ের নিকট ঋণী।’ বিশ্বখ্যাত ফুটবলার দিয়াগো ম্যারাডোনা বলিয়াছেন, ‘আমার মা মনে করেন আমিই সেরা, আর মা মনে করেন বলিয়াই আমি সেরা হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছি।’ ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বেনোপার্টের মা-সংক্রান্ত উক্তিটি তো জগদ্বিখ্যাত–‘আমাকে শিক্ষিত মা দাও; আমি তোমাদের একটা সভ্য, শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।’ মাতৃসত্তা আসলে কী জিনিস, তাহার অসাধারণ উদাহরণ পাওয়া যায় কবি ইমতিয়াজ মাহমুদের একটি কবিতার মধ্যে। কবিতাটির সারবত্তা এইরকম–রাজপুত্রের মা হইবে বলিয়া এক ডাইনি রাজপুত্রের আসল মাকে পাথর বানাইয়া ফেলিল। তাহার পর রাজপুত্রকে পরম মমতায় কোলেপিঠে করিয়া বড় করিল। বড় হইয়া সেই রাজপুত্র জানিতে পারিল তাহার মা আসলে ডাইনি। রাজপুত্র তখন এক পূর্ণিমার রাতে দিঘির ভিতরে ডুব দিয়া কৌটায় থাকা ভোমরার গলা টিপে হত্যা করিল ডাইনিটাকে। ডাইনিটা তখনো দিঘির পাড়েই দাঁড়াইয়া ছিল। রাজপুত্র একবারও ভাবিল না, সে যখন কৌটা খুলিতেছিল, ডাইনিটা ইচ্ছা করিলে তখনো তাহাকে পাথর বানাইয়া ফেলিতে পারিত! স্পষ্টতই, প্রকৃতি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, ডাইনিও যদি মা হয়, সন্তানের প্রতি ভালোবাসা সেই ডাইনির নিকট নিজের জীবনের চাইতেও বড় হইয়া উঠে। পৃথিবীতে অনেক দিবস রহিয়াছে, মায়েদের জন্য তো একটি নির্দিষ্ট দিন থাকিতেই হইবে। প্রতি বত্সর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারই আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবস উদ্যাপন করা হয়। ইহার নেপথ্যে রহিয়াছে আমেরিকার ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার গ্রাফটন শহরের একটি কাহিনি। ঐ শহরের অ্যানা জার্ভিস নামের এক নারী তাহার মা অ্যান মারিয়া রিভস জার্ভিসের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ছোট ছোট ওয়ার্ক ক্লাব করিয়া সমাজের পিছাইয়া পড়া নারীদের জন্য কাজ করিতেন। মায়েদের জন্য তাহার ভাবনটি ছিল এই রকম–‘আমি প্রার্থনা করি, একদিন কেহ না কেহ কোনো মায়ের জন্য একটা দিন উত্সর্গ করুক। কারণ মায়েরা প্রতিদিন মনুষ্যত্বের জন্য নিজেদের জীবন উত্সর্গ করিয়া চলিয়াছেন। ইহা তাহাদের অধিকার।’ মায়ের প্রতিটি শব্দ মনে রাখিয়াছিলেন অ্যানা। আর সেই কারণেই অ্যানের মৃত্যুর দিনটিকে (১২ মে ১৯০৭) সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মায়ের উদ্দেশে উত্সর্গ করেন তিনি। তাহার পর হইতেই মায়েদের প্রতি সম্মানে পালিত হইয়া আসিতেছে মা দিবস। এই ‘ধরণি’কেও আমরা তুলনা করি মায়ের সহিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, ‘জননী অমৃতময়ী!’ গীতাঞ্জলির একটি কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন, ‘জননী, তোমার করুণ চরণখানি/ হেরিনু আজি এ অরুণকিরণ রূপে।/ জননী, তোমার মরণহরণ বাণী/ নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে।’ বাংলায় একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ হইল দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা না বুঝা। ইহার ব্যাখ্যায় বলা হয়, মা জীবিত থাকিতে অনেক সময় আমরা মায়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে, এই জগতে তাহারাই ধনী, যাহাদের মা বাঁচিয়া রহিয়াছেন। এই কারণে মা যত দিন আছেন, তত দিনই আমরা সৌভাগ্যবান থাকিব মায়ের সেবা করিতে। মাতা-পিতার অবর্তমানে কবরের নিকট গিয়া আমরা প্রার্থনা করিতে পারি–‘রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানি সগিরা।’ অর্থাত্, ‘হে আমার প্রতিপালক, আপনি তাহাদের (মাতা ও পিতার) প্রতি রহম (দয়া) করুন, যেই রকম তাহারা আমাকে শিশুকালে (মায়া-মমতা ও স্নেহপরায়ণ আচরণ দ্বারা) লালনপালন করিয়াছেন।’

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

একনায়ক হতে চান ট্রাম্প, কিন্তু পারবেন কি

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও দেশটির প্রেসিডেন্ট হতে চান। ট্রাম্প এর আগে বলেছেন, আরেকবার প্রেসিডেন্ট হলে তিনি ‘একনায়ক’ হতে চান। সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও অবস্থানের কী ধরনের পরিবর্তন হতে পারে, তা নিয়ে সাক্ষাৎকারভিত্তিক লেখাটি লিখেছেন **এরিক কোর্টেলেসা**

গত ১২ এপ্রিল ফ্লোরিডার পাম বিচে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রমোদভবন মার-এ লাগোতে ছিলাম। সেখানে ট্রাম্পের সঙ্গে আমার এক ঘণ্টার বেশি কথা হয়েছে। সেসব কথাবার্তা এবং তাঁর সাবেক ও বর্তমান উপদেষ্টাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি প্রেসিডেন্ট হলে কী নীতি গ্রহণ করবেন, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করেছি।

সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প যথেষ্ট অকপট ছিলেন। প্রায় প্রতিটি প্রশ্নের জবাব তিনি সোজাসাপটাভাবে দিয়েছেন। ট্রাম্পকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যেখানে আপনার নিজের একসময়কার ঘনিষ্ঠ লোকজন বলছেন, আপনাকে ভোট দিলে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, সেখানে ভোটাররা আপনাকে ভোট দেবেন, সে আশা আপনি কেন করছেন? এর জবাবে ট্রাম্প বললেন, ‘(প্রথম দফায়) আমি সেই কর্মকর্তাদের পদত্যাগ করার সুযোগ দিয়েছিলাম। কারণ, আমি একজন হৃদয়বান মানুষ। তবে এখন আমি ভাবছি, এবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এ ধরনের লোকদের আর সেই সুযোগ দেব না। তাদের সরাসরি বরখাস্ত করব।’

আপনি যদি দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তাহলে কী করবেন? এর জবাবে ট্রাম্প ও ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ এক ডজনের বেশি উপদেষ্টা আমাকে যা বলেছেন, তার সারমর্ম হলো, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে একটি রাজকীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি চালু করবেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, এমনকি বিশ্বব্যবস্থার খোলনলচে বদলে দেবে।

ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অভিবাসী তাড়ানোর জন্য একটি শুদ্ধি অভিযান চালাবেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১ কোটি ১০ লাখ অভিবাসীকে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। অভিবাসীদের আটক করে রাখার জন্য আটককেন্দ্র খোলা হবে এবং অভিবাসীদের ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে ও বাইরে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে।

ট্রাম্প নারীদের গর্ভধারণের বিষয়টি নজরদারি করবেন এবং যে নারীরা গর্ভপাতের ওপর আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করবেন, তাঁদের আইনের আওতায় আনবেন।

ট্রাম্পের শীর্ষ উপদেষ্টারা আমাকে নিশ্চিত করেছেন, তিনি গদিতে বসলে কংগ্রেসের তহবিল বরাদ্দের এখতিয়ারকে স্থগিত করার ব্যবস্থা করবেন। কারও বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে আদেশ দেওয়ার পরও যে সরকারি কৌঁসুলি তাঁর আদেশ পালনে গড়িমসি করবেন, ট্রাম্প সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।

এর মাধ্যমে আইন প্রয়োগের স্বাধীনতা সুরক্ষার যে শতাব্দীপ্রাচীন রেওয়াজ আছে, তা তিনি ভেঙে দেবেন। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ট্রাম্পের যে সমর্থকেরা ক্যাপিটল হিলে হামলা চালিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় ৮০০ জনকে একজন জুরি দোষী সাব্যস্ত করেছেন। ট্রাম্প গদিতে বসলে তাঁদের সবাইকে সাধারণ ক্ষমা করার বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

ইউরোপ ও এশিয়ার যে দেশগুলো নিজেদের রক্ষায় যথেষ্ট খরচ করছে না বলে ট্রাম্পের মনে হবে, সেসব দেশের প্রতিরক্ষা–সহায়তায় অর্থ খরচের বিষয়টিকে ট্রাম্প নাকচ করে দেবেন।

ট্রাম্প যে শহরে মনে করবেন, সে শহরে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করবেন। হোয়াইট হাউসের মহামারি মোকাবিলাসংক্রান্ত অফিস বন্ধ করে দেবেন এবং ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের নির্বাচনের ফল উল্টে দেওয়ার চেষ্টাকে যে কর্মকর্তারা মিথ্যা বলে মনে করেন, তাঁদের সবাইকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনবেন।

ট্রাম্প এবং তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, তিনি আগের মতোই আছেন। তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আগের মতো আছে। সেই আগের উগ্রতা একটুও কমেনি। তবে ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ও মারমুখী মনে হচ্ছে। ট্রাম্প আমাকে বলেছেন, ‘আমি যখন ওয়াশিংটনের চেয়ারে বসেছিলাম, তখন আমি খুব কম লোককে চিনতাম। আমাকে লোকের ওপর নির্ভর করতে হতো।’ কিন্তু এখন তিনি মনে করেন, তিনি এখন চালকের আসনে আছেন। রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে তাঁর দেনদরবার শেষ হয়েছে এবং এখন দলের মধ্যে কার্যত বিরোধিতা করার মতো তেমন কেউ আর অবশিষ্ট নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ট্রাম্প এমন সব অনুগত ও বাধ্যগত নেতা-কর্মী পরিবেষ্টিত হয়ে দ্বিতীয় দফায় গদিতে বসতে পারেন, যাঁরা ট্রাম্পের চরমপন্থী অ্যাজেন্ডাগুলো বাস্তবায়নে তাঁর মতোই আগ্রাসী আচরণ করতে থাকবেন।

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা কেলিয়ানি কোনওয়ে বলেছেন, ‘ট্রাম্পের অ্যাজেন্ডা নিয়ে কোনো রাখঢাক আছে বলে আমি মনে করি না। তবে তিনি যে ধরনের তৎপরতা নিয়ে তাঁর পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করবেন, তা দেখে লোকেরা হয়তো ধাক্কা খাবে।’

আদালত, সংবিধান ও কংগ্রেস–সব স্তরেই ট্রাম্পের নজর থাকবে। ট্রাম্পকে সহায়তা করার জন্য ওয়াশিংটনের প্রশাসনযন্ত্রের বড় ধরনের ব্যবস্থা সক্রিয় থাকবে। মুক্ত গণমাধ্যমের কাছে সরকারি নথিপত্র ফাঁস হওয়া ঠেকানো ও হুইসিল ব্লোয়ারদের প্রতিহত করায় সরকারের জোর তৎপরতা থাকবে। এসব পূর্বাভাস অনেককেই চিন্তিত করছে। যেমন আমেরিকান প্রেসিডেন্টদের ইতিহাসবিষয়ক

গবেষক ডগলাস ব্রিঙ্কলি বলছেন, ‘ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হওয়া আমাদের গণতন্ত্রের ইতি ঘটাতে পারে এবং নতুন ধরনের একটি কর্তৃত্ববাদী প্রেসিডেন্ট–শাসিত সরকারব্যবস্থার জন্ম দিতে পারে।’

ট্রাম্পের সঙ্গে আমার যেদিন কথা হয়, সেদিন গোধূলিবেলায় মার-এ-লাগোর আঙিনায় জম্পেশ পার্টি চলছিল। যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় মাথা সেখানে আমোদে মেতেছিলেন। ওয়াগিউ স্টিক (জাপানের বিশেষ প্রজাতির গরুর চাপ) আর গ্রিল করা সামুদ্রিক মাছের স্বাদে বুঁদ হয়ে উঠছিল ‘মাগা অব মক্কা’ (‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ স্লোগানটিকে এক শব্দে বলে ‘মাগা’। আর ‘মক্কা’র পরিভাষাগত অর্থ হলো, যেখানে কোনো বিশেষ মতাদর্শের লোক একত্র হয়। ট্রাম্পের এই অবকাশকেন্দ্রকে অনেকে মুখের ভাষায় ‘মাগা অব মক্কা’ বলে থাকেন।)

ট্রাম্পের নির্বাচনী খরচের বড় জোগানদার শতকোটিপতি স্টিভ ওয়াইন সেখানে ছিলেন। একটি সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ নাগরিকত্ব না পাওয়া ব্যক্তিদের ভোট দেওয়ার চেষ্টা ঠেকাতে বিশেষ আইন পাসের প্রস্তাব করে এসে সেই আড্ডায় প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার মাইক জনসনও ডাইনিং টেবিলে ট্রাম্পের সঙ্গে বসেছিলেন। অবশ্য সে সময় ট্রাম্পের মনোযোগ ছিল আরেক দিকে। টেবিলে রাখা আইপ্যাডে ট্রাম্পের তর্জনী তখন রেস্টুরেন্টটির সাউন্ডট্র্যাকে বাজানোর জন্য নতুন একটি গান খুঁজছিল।

একটু বাদেই সাউন্ড সিস্টেমে বেজে উঠল, ৬ জানুয়ারিতে ক্যাপিটল হিল হামলায় জড়িত কারাবন্দীদের গাওয়া ‘দ্য স্টার স্প্যাঙ্গলড ব্যানার’ (যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত), যা ট্রাম্পের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতির বহিঃপ্রকাশ।

কোনো ধরনের রাখঢাক না করেই ট্রাম্প ৬ জানুয়ারির ওই হামলাকে তাঁর অনুসারীদের দেশপ্রেম বলে অভিহিত করলেন। তিনি বললেন, ‘আমি তাদের “জে-সিক্স প্যাট্রিয়ট” (৬ জানুয়ারির দেশপ্রেমিক) বলে ডাকি।’

আমি যখন ট্রাম্পকে বললাম, তাঁদের সবাইকে সাধারণ ক্ষমা করার কথা ভাবছেন কি না; তখন তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই।’

নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করা, যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতারণায় জড়ানোর ষড়যন্ত্র করা, জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক গোপনীয়তাকে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখা এবং পর্ন তারকার মুখ বন্ধ রাখতে ঘুষ দেওয়ার তথ্য লুকানোর জন্য ব্যবসার রেকর্ডকে বিকৃত করাসহ কয়েক ডজন অপরাধমূলক অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার পরও ট্রাম্পকে বিচলিত মনে তো হয়ইনি; বরং এসব অভিযোগকে তিনি তাঁর রাজনৈতিক সম্মানের মুকুটের একেকটি সম্মানসূচক পালক বানানোর চেষ্টা করেছেন।

দ্বিতীয় দফায় ট্রাম্প গদিতে এলে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে ‘কমান্ডার ইন চিফ’–এর চেয়ে আরও অনেক বেশি ক্ষমতায়িত কীভাবে করা হবে, সে বিষয়ে তাঁর পারিষদবর্গ এখনই এর একটি আইনি কাঠামো দাঁড় করানোর পরিকল্পনা করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের রেওয়াজ অনুযায়ী, প্রেসিডেন্টরা বিচার বিভাগে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করেন না। তবে ট্রাম্প বিচার বিভাগকে নিজের ক্ষমতাধীন রাখার বিষয়ে বড় ধরনের পদক্ষেপ নেবেন বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

মার-এ-লাগোতে আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, তিনি যদি কারও বিরুদ্ধে মামলা করতে অ্যাটর্নি জেনারেলকে নির্দেশ দেন এবং অ্যাটর্নি যদি তাতে রাজি না হন, তাহলে তিনি তাঁকে বরখাস্ত করতে নির্দেশও দিতে পারেন। তবে এটি ট্রাম্পের ভাষায় ‘পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে’।

ট্রাম্প তাঁর সমর্থকদের বলেছেন, যাঁরা তাঁর দ্বিতীয় দফায় নির্বাচনে দাঁড়ানোর পথে বাধা হিসেবে কাজ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ব্যবস্থা নেবেন।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ আনা আটলান্টার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি (ডিএ) ফ্যানি উইলিস অথবা পর্ন তারকার মুখ বন্ধ রাখার জন্য ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ আনা ম্যানহাটানের ডিএ আলবিন ব্রাগও তাঁদের মধ্যে পড়বেন কি না, তা নির্দিষ্ট করে তিনি বলতে রাজি হননি।

বাইডেন গদি ছাড়ার পর ট্রাম্প একজন ‘সত্যিকারের বিশেষ কৌঁসুলি’ নিয়োগ করবেন বলেও আমাকে জানালেন। ট্রাম্প বলেন, ‘বাইডেনকে আমি আহত করতে চাই না। প্রেসিডেন্ট পদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক।’ তবে তিনি এটিও বলে রাখলেন, প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় কেউ ফৌজদারি অপরাধ করলে তাঁর বিচার করার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রুলিংয়ের ওপর বাইডেনের নিয়তি নির্ভর করছে।

ট্রাম্প বললেন, ‘সুপ্রিম কোর্টের রুলিং যদি বলে, প্রেসিডেন্ট দায়মুক্তির সুবিধা পাবেন না, তাহলে আমি নিশ্চিত, বাইডেনকে তাঁর দ্বারা সংঘটিত প্রতিটি অপরাধের জন্য বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।’

আইনজ্ঞরা এবং উভয় দলের বিচার বিভাগীয় সাবেক নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ট্রাম্প সে ধরনের পদক্ষেপ নিলে তা মার্কিন আইন প্রয়োগব্যবস্থার ওপর মহাদুর্যোগ বয়ে আনবে।

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের নিয়োগ করা আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি মাইকেল ম্যাককোনেল বলেছেন, ‘তিনি (ট্রাম্প) যদি এ ধরনের নীতিবহির্ভূত মামলা করার নির্দেশ দেন, তাহলে আমি আশা করব, যেকোনো সম্মানিত মার্কিন অ্যাটর্নির তাতে “না” বলা উচিত হবে।’

স্ট্যানফোর্ডে বর্তমানে অধ্যাপনারত ম্যাককোনেল বললেন, ‘প্রেসিডেন্ট যদি মার্কিন অ্যাটর্নিকে বরখাস্ত করেন, তাহলে তা বিচার বিভাগে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরি করবে।’

অভিবাসন নিয়ে ট্রাম্প যে নীতি অনুসরণ করবেন বলে জানিয়েছেন, তা করা হলে এর অভিঘাত সারা দেশে অনুভূত হবে। তিনি বলেছেন, প্রথম দফায় তিনি যে মেক্সিকো প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছিলেন, সে ধরনের ব্যবস্থায় তিনি ফিরে যাবেন। তিনি বলেছেন, অবৈধ অভিবাসীদের তাড়াতে তিনি প্রয়োজনে সেনাবাহিনী মাঠে নামাবেন।

বিদেশনীতির ক্ষেত্রেও ট্রাম্প তাঁর আগের অবস্থানে আছেন। তিনি মনে করেন, ন্যাটোতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ ঢালার কোনো মানে হয় না। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেনকে সহায়তা হিসেবে ১০ হাজার কোটি ডলার দিয়েছে। ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে সেই সহায়তা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা খুবই কম।

গত মার্চে মার-এ-লাগোতে বেড়াতে এসে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করার পর ভিক্তর ওরবান সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ট্রাম্প গদিতে বসলে এক পয়সাও ইউক্রেনকে দেবেন না।

আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও ট্রাম্প প্রায় একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘ইউরোপ যদি আমাদের সমানুপাতে অর্থ না দেয়, তাহলে আমরাও দেব না। ইউরোপের ঘরের পাশে যুদ্ধ চলছে; তাদের এ ক্ষেত্রে বেশি অর্থ দেওয়ার কথা। তারা যদি না দেয়, তাহলে আমরা দেব কোন দুঃখে? তাদের (রাশিয়ার) ও আমাদের মাঝখানে একটা আস্ত মহাসাগর আছে, কিন্তু ইউরোপের তো তা নেই।’

ফক্স নিউজ-এর সাংবাদিক সিন হ্যানিটিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি এক দিনের জন্য একনায়ক হতে চান। কেন তিনি এমনটা বলেছিলেন, তা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ট্রাম্প জবাবে বলেছেন, তিনি ‘একটি দিনের জন্য স্বৈরাচার হতে চেয়েছেন’, বরাবরের জন্য নয়। তিনি বলেছেন, ‘স্বৈরাচারের মতো করে আমি সীমান্ত বন্ধ করতে চাই। আমি অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে চাই।’

আমি ট্রাম্পকে বললাম, ‘আপনি কি মনে করেন না, আপনার এই স্বৈরাচার হতে চাওয়াকে অনেক আমেরিকান গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মতাদর্শ বলে মনে করেন এবং এসব কথাবার্তা তাঁরা অপছন্দ করেন?’

ট্রাম্প বললেন, ‘আমার মোটেও তা মনে হয় না। বরং আমার মনে হয়, আমার এই কথাকে বহু মানুষ পছন্দ করেছে।’

টাইম ম্যাগাজিন থেকে নেওয়া এরিক কোর্টেলেসা টাইম ম্যাগাজিনের সাংবাদিক অনুবাদ

এএফপি

হারের ভয়েই কি কাশ্মীরে প্রার্থী দিল না বিজেপি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে দাবি করছেন, কাশ্মীরে বিদ্রোহ দমন করে শান্তি ফিরিয়ে আনা তাঁর সরকারের এক বিরাট অর্জন। কিন্তু বিতর্কিত এই অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ মনে করেন, মোদির এই বক্তব্যের সঙ্গে তাঁরা যে একেবারেই একমত নন, সেটা জানানোর সুযোগ এসেছে এবারের লোকসভা নির্বাচনে।

ভারতে লোকসভা নির্বাচনের হাওয়া যখন থেকে বইতে শুরু করেছে, তখন থেকেই একটা ধারণা ছিল, মোদির বিজেপি এবারের নির্বাচনে টানা বড় জয় পেতে যাচ্ছে। তবে এই দলটি তিন দশকের মধ্যে এবারই প্রথম কাশ্মীরের তিন আসনের কোথাও কোনো প্রার্থী দেয়নি। শুধু হিন্দু–অধ্যুষিত জম্মুর দুই আসনে তারা প্রার্থী দিয়েছে। রাজনৈতিক বোদ্ধারা বলছেন, যদি তারা কাশ্মীরে প্রার্থী দিত, তাহলে তাদের নিদারুণ পরাজয় হতো। মোদির সরকার ২০১৯ সালে কাশ্মীরের সীমিত স্বায়ত্তশাসন–সংবলিত ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এই পদক্ষেপ নেওয়ার পর কাশ্মীরে ব্যাপক ক্ষোভ–বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে, রাজ্যের সাবেক তিন মুখ্যমন্ত্রীসহ রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে এবং কয়েক মাস ধরে টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে রাখে।

৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলকে কেন্দ্র করে সরকার দমনপীড়ন শুরু করলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অঞ্চলে সহিংসতা কমে যায়। বিজেপি প্রতিনিয়ত দাবি করছে, সহিংসতা কমে যাওয়া এই ইঙ্গিত দেয় যে রাজ্যের বাসিন্দারা তাদের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পদক্ষেপকে সমর্থন দিচ্ছে।

তবে কাশ্মীরের ভোটারদের বড় একটি অংশ তাঁদের অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পদক্ষেপে যে কতটা হতাশ, এবারের নির্বাচনে তার জবাব দিতে মুখিয়ে আছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কাশ্মীরের শ্রীনগরের মধ্যবয়সী এক বাসিন্দা বলেন, ‘আমি অতীতে কখনো ভোট দিইনি। তবে এবার আমি ভোট দেব। আমি দেখাতে চাই, ভারত সরকার আমাদের সঙ্গে যা করেছে, তাতে আমি মোটেই খুশি নই।’

ওই ব্যক্তি বলছিলেন, ‘ভারত কীভাবে বলতে পারে, কাশ্মীরের মানুষ তাদের পদক্ষেপে খুশি? আসলে ভয় ও দুর্দশার মধ্যে আমাদের দমবন্ধ অবস্থা এখন।’

একমত নন কাশ্মীরের মানুষ ১৯৪৭ সালে ভারত–পাকিস্তান ভাগ হওয়ার পর কাশ্মীরও ভাগ হয়ে যায়। দুই দেশই পুরো কাশ্মীরকে নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে আসছে। হিমালয়ের এই অঞ্চল নিয়ে তাদের মধ্যে দুই দফা যুদ্ধও হয়ে গেছে।

কাশ্মীরের বিদ্রোহীরা নয়াদিল্লির শাসনকে প্রত্যাখ্যান করে ১৯৮৯ সাল থেকে ভারতশাসিত কাশ্মীরে লড়াই চালিয়ে আসছে। তারা হয় স্বাধীনতা নয়তো পাকিস্তানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়।

কয়েক দশকের সংঘাতে ভারতের সেনা সদস্য, বিদ্রোহী ও বেসামরিক নাগরিক মিলিয়ে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। সর্বশেষ গত মাসেও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশ ভারতে গত ১৯ এপ্রিল সাত দফার লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে। ছয় সপ্তাহব্যাপী এই নির্বাচন শেষ হবে ১ জুন। ৪ জুন ফল ঘোষণা করা হবে।

নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর মন্ত্রীরা কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের বিষয়ে বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বলে চলেছেন, তাঁরা কাশ্মীরে ‘শান্তি ও উন্নয়ন’ ফিরিয়ে এনেছেন। ভারতের যেকোনো জায়গার ভোটার তাদের এই নীতিকে সমর্থন করছেন।

কিন্তু নাগরিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন দিন দিন বাড়তে থাকায় এই উপত্যকার বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে উতর–চাপান লক্ষ করা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এখানে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংকুচিত করেছে, প্রতিবাদ–বিক্ষোভের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে। সংবিধান অনুযায়ী, এত দিন স্থানীয় চাকরি ও ভূমির ওপর কাশ্মীরের মানুষের অধিকার সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু ২০১৯ সালে মোদি সরকারের সিদ্ধান্ত তাঁদের সেই অধিকারকে কেড়ে নিয়েছে। এতে এই অঞ্চলের মানুষ হতাশ।

ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদের দাবিতে প্রকাশ্যে প্রচার চালানো বেআইনি। দিল্লির সরকারের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবে নাকি বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন চাইবে–তা নিয়ে কাশ্মীরের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দীর্ঘকাল বেশ মতভিন্নতা রয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনে কাশ্মীরের শ্রীনগর–পুলওয়ামা আসনের প্রার্থী ওয়াহিদ উর রহমান পারা বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, মোদির হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রতি বিরোধিতার ক্ষেত্রে কাশ্মীরের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মধ্যে এক ধরনের ঐক্য তৈরি হয়েছে।

পারা বলছিলেন, দলমত নির্বিশেষে আজ কাশ্মীরের মানুষের মধ্যে বিশাল সংহতি তৈরি হয়েছে। পারার দল পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি) ২০১৯ সালের আগ পর্যন্ত বিজেপির মিত্র ছিল। এখন এই দলটি কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন ফিরিয়ে আনার দাবিতে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

পারা বলেন, ভোটাররা ‘দিল্লিকে এই বার্তা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত যে কাশ্মীর নিয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এখানকার জনগণের সম্মতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি অবশ্যই এখানকার জনগণের মতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

‘প্রতিটি হৃদয় জয় করতে চাই’ রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঐতিহাসিক সিদ্দিক ওয়াহিদ বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, এই অঞ্চল নিয়ে মোদি সরকারের নীতির ব্যাপারে এবারের লোকসভা নির্বাচনকে ‘গণভোট’ হিসেবে দেখছে কাশ্মীরের জনগণ।

সিদ্দিক বলেন, ‘বিজেপি কেন এখানে কোনো প্রার্থী দেয়নি, সেটা খুবই পরিষ্কার। কারণ, তারা জানে, তারা হারবে। আসল ঘটনা হচ্ছে এটাই।’

মোদির দল ভারী বাংকার আর শ্রীনগরের বেশির ভাগ সরকারি অফিস খালি রাখার মাধ্যমে কাশ্মীরে তাদের উপস্থিতির জানান দিচ্ছে।

পাঁচ লাখের বেশি সেনা স্থায়ীভাবে এই অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছে। আধা সামরিক বাহিনীর অব্যাহত উপস্থিতি এই অঞ্চলের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

বিজেপি কাশ্মীরের বড় ও পুরোনো দলগুলোর বদলে মোদির নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে গড়ে উঠা নতুন ছোট ছোট দলকে ভোট দিতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

মোদির ঘনিষ্ঠ ভারতের দ্বিতীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গত মাসে এক জনসভায় বলেছেন, তাঁদের দল কৌশলগত কারণে কাশ্মীরে প্রার্থী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অমিত শাহ বলেন, তিনি ও তাঁর মিত্ররা কাশ্মীরে ‘পদ্মফুলের বিকাশে’ তড়িগড়ি করবেন না। বরং উপত্যকার মানুষকে তাঁদের ভালো কাজ সম্পর্কে বোঝাতে তাঁরা ধীরে এগোতে চান। পদ্ম হচ্ছে বিজেপির দলীয় প্রতীক।

জনসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা কাশ্মীর জয় করতে যাচ্ছি না। আমরা কাশ্মীরের প্রতিটি মানুষের হৃদয় জয় করতে চাই।’

বিল গেটস প্রাচীন কোন শস্যদানার খোঁজ করছেন, কেন

আপনজন ডেস্ক: পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে ফনিও নামের এক শস্য আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ খাবার হিসেবে গ্রহণ করছেন। এই ফনিও শস্য আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করতে পারে বলে মনে করেন মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। এ বিষয়ে নিজের ব্লগসাইট ‘গেটস নোটস’-এ বিস্তারিত তথ্যও তুলে ধরেছেন তিনি। পাঠকদের জন্য লেখাটি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

আমি যদি পূর্ব এশিয়ায় জন্ম নিতাম, তাহলে আমি সম্ভবত ছোটবেলায় অনেক বেশি ভাত খেতাম। আপনি যদি পশ্চিম আফ্রিকায় বড় হয়ে থাকেন, তবে আপনি ফনিও নামের প্রাচীন শস্য খেয়ে থাকবেন। ফনিও পাঁচ হাজারের বছরেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিম আফ্রিকায় বিভিন্ন পরিবার খাবার হিসেবে খাচ্ছেন। আফ্রিকা মহাদেশে আর কোনো শস্য এত দিন ধরে চাষ হচ্ছে না। মানব সভ্যতায় টয়লেট, চাকা আর বর্ণমালা আবিষ্কারের চেয়েও পুরোনো এই শস্যদানার ব্যবহার। ফনিওর পাশাপাশি ফিঙ্গার মিলেট নামের ফসলের কথা হয়তো শুনেছেন। উগান্ডা, কেনিয়া ও তানজানিয়ার কিছু অংশে এই শস্য থেকে খাবার তৈরি হয়। ভারতে এই ফসল রাগি নামে পরিচিত। আপনি হয়তো টেফ নামের শস্যের কথা শুনেছেন। ইথিওপিয়াতে দীর্ঘদিন ধরে এই শস্য থেকে ইনজেরা নামের পিঠা তৈরি হয়। বাজরা নামের শস্য কয়েক শতাব্দী ধরে টিকে আছে। এ ধরনের ফসলের পুনরুত্থান বেশ ইতিবাচক। যাঁরা নতুন স্বাদ খুঁজেন আর কৃষকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ভালো বৃষ্টি হলে অল্প মাটি খুঁড়ে মাটিতে বীজ ছড়িয়ে দিতে হয় ফনিও চাষের জন্য। দুই মাস পরে ফনিও শস্য কাটার জন্য উপযোগী হয়। যদিও পশ্চিম আফ্রিকার কৃষকেরা এই শস্যকে অলস কৃষকের ফসল বলে অভিহিত করে। ফনিও আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে বেশি হয়। সাহারা মরুভূমির ঠিক দক্ষিণে আধা-শুষ্ক অঞ্চলে বেশ ভালো জন্মায় এই ফসল। এই ফসল খরা-সহনশীল ও নিম্নমানের মাটিতে জন্মাতে সক্ষম। ফনিও শুধু শুষ্ক অবস্থায় বিকশিত হয় না, মাটির গুণকে পুনরুজ্জীবিত করে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন ঋতুর আপেক্ষিক অবস্থান ও চরিত্র বদলে যাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দানাদার শস্য ও ফসল চাষ করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। গেটস ফাউন্ডেশন বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন অংশীদারদের সঙ্গে ভুট্টা ও ধানের মতো প্রধান ফসলকে আরও জলবায়ু সহনশীল করতে কাজ করছে। আরেক দানাদার ফসল বাজরারও প্রাকৃতিক অনেক গুণ রয়েছে। বাজরার মতো ফসল আসলে কৃষকেরা খোঁজ করেন। এ ধরনের ফসল কৃষকদের উষ্ণতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ধরনের ফসলের মাধ্যমে অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই করা যেতে পারে। ইউরোপের মানুষ যখন প্রথম পশ্চিম আফ্রিকায় যায়, তখন ফনিও শস্যদানাকে ক্ষুধার্তের ভাত বলে ডাকা হতো। এ ফসল দ্রুত রোপণ করা যায়। যখন অন্যান্য খাবার পাওয়া যায় না, তখন আপনি এটি খেতে পারেন। আজ অনেকে এ শস্যদানাকে সুপারফুড বলে অভিহিত করছে। বিশ্বের কিছু অংশে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে। একটি উচ্চমানের পুষ্টির উৎস শিশুদের বিকাশকে আরও কার্যকর করতে পারে।

এই শস্যে সুস্বাদু পোরিজও বা জাউ ভাতের মতো খাবার তৈরি করা যায়। এসব খাবারে অনেক কিছু থাকার পরেও সর্বত্র কেন খাওয়া হয় না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। ফনিওর মতো ফসল বাণিজ্যিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করা বেশ কঠিন। যে অংশ খাওয়া হয় তার বাইরের আবরণ শক্ত থাকে। ঐতিহ্যগতভাবে দক্ষ নারীরা পা ব্যবহার করে বাইরের আবরণ অপসারণের কাজ করে। ফনিও প্রক্রিয়ায় বেশ সময় ও শ্রম-লাগে। সেনেগালে চাষ করা ফনিওর মাত্র ১০ শতাংশ বাজারে বিক্রি হয়। বাকি অংশ প্রায় পুরোটাই কৃষক ও তাদের পরিবার সরাসরি ব্যবহার করে। ঐতিহ্যগতভাবে ফনিও ফসল কাটাও একটা কঠিন কাজ। শস্য সংগ্রহ, পরিষ্কার, ধোয়া, শুকানো ও রান্না করতে সাত ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগে। উল্লেখ্য, সেনেগালের একটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় টেরা ইনগ্রেডিয়েন্টস নামের একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান ইউরোপ ও আমেরিকায় এই শস্য বাজারজাতের জন্য কাজ করছে। বিল গেটস গত বছরের নভেম্বরে সেনেগাল ভ্রমণের সময় সেই প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেছিলেন।

সাইবার হামলার ঝুঁকিতে অ্যানড্রয়েড ব্যবহারকারীরা

আপনজন ডেস্ক: সাইবার হানার ঝুঁকিতে অ্যানড্রয়েড, গুগল ক্রোম এবং ফায়ারফক্স ব্যবহারকারীরা। ভারত সরকার অ্যানড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম (ওএস), গুগল ক্রোম এবং মজিলা ফায়ারফক্স ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার ঝুঁকির বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে। ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম অনুসারে, অ্যানড্রয়েড ওএস এবং এই দুটি ওয়েব ব্রাউজারেই এই ধরনের প্রযুক্তিগত নিরাপত্তার ঝুঁকি দেখা গিয়েছে। অ্যানড্রয়েড 12, 12L, 13, 14 সংস্করণের ব্যবহারকারীরা সাইবার হানার ঝুঁকির মুখে রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

সাইবার প্রতারকরা ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত ডেটা চুরি করতে পারার শঙ্কা প্রকাশ করেছে।

নিজ থেকেই ধ্বংস হবে প্লাস্টিক

জাহিদ খান

প্লাস্টিক দূষণের মাত্রা সারা বিশ্বেই বাড়ছে। প্লাস্টিকের স্থায়িত্ব প্রকৃতিতে অনেক দিন থাকে। ফলে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি নানা ধরনের ক্ষতি করে থাকে প্লাস্টিক। প্লাস্টিকের দূষণ কমাতে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ চলছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এবার ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে নিজ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধ্বংস হতে সক্ষম এক ধরনের প্লাস্টিক তৈরি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া সান দিয়েগোর বিজ্ঞানীরা। নতুন ধরনের এই প্লাস্টিক উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশের দূষণ কমানোর সুযোগ তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন তারা। গবেষণাটি নেচার কমিউনিকেশনস জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণার সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানী জন পোকরস্কি বলেন, ব্যাকটেরিয়ার স্পোরযুক্ত প্লাস্টিক ব্যবহারের পরে সহজে নির্মূল করা যাবে।

পরীক্ষামূলকভাবে নতুন ধরনের প্লাস্টিক নিয়ে গবেষণাগারে কাজ চলছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাস্তব জগতে এই প্লাস্টিক ব্যবহার করা যাবে। প্লাস্টিকের সঙ্গে যুক্ত ব্যাকটেরিয়ার নাম ব্যাসিলাস সাবটিলিস। এই ব্যাকটেরিয়া ব্যাপকভাবে খাদ্যশিল্পে ও প্রোবায়োটিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্লাস্টিক তৈরির জন্য উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। সেই তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে না ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়াকে উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করাতে জেনেটিক্যালি বা জীনগতভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে।

পলিউরেথেন ও ব্যাকটেরিয়া স্পোর পাউডারকে উচ্চ তাপমাত্রায় একসঙ্গে গলানো হলে প্লাস্টিক ও ব্যাকটেরিয়া এক হয়ে যায়।

পলিউরেথেন প্লাস্টিক ফোনের কাভার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের পণ্যে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করা কঠিন। ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের সঙ্গে প্লাস্টিক-বিনাশকারী ব্যাকটেরিয়ার স্পোর যুক্ত করে বিকল্প ধরনের প্লাস্টিক তৈরি করা হয়েছে। এই প্লাস্টিক নিজেকে ধ্বংস করতে পারে। প্লাস্টিকের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া স্পোর সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পরে নির্দিষ্ট রাসায়নিকের সংস্পর্শে এলে তারা আবার জীবিত হয়। তখন ব্যাকটেরিয়া প্লাস্টিক পণ্য ধীরে ধীরে ধ্বংস করতে থাকে। অর্থাৎ, এই প্লাস্টিক ব্যবহার শেষে মাটিতে বা নির্ধারিত স্থানে রাখলে ব্যাকটেরিয়ার কারণে নিজ থেকেই ক্ষয় হতে শুরু করবে। অনেকটা ঘুণপোকা যেভাবে কাঠ খেয়ে ফেলে সেভাবেই ব্যাকটেরিয়া প্ল্যাস্টিক খেয়ে ফেলবে।

বিজ্ঞানী হান সল কিম বলেন, আমরা প্রাকৃতিকভাবে প্লাস্টিক দূষণ কমানোর চেষ্টা করছি। যে কারণে আমরা ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করছি। ব্যাকটেরিয়া ব্যবহারের একটি অতিরিক্ত সুবিধা হচ্ছে স্পোর ব্যবহারের কারণে প্লাস্টিকের শক্তি ও কার্যক্ষমতা বাড়ে। আমাদের প্রক্রিয়ায় তৈরি প্লাস্টিক বেশ শক্ত, ফলে দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়।

বিশ্বের প্রথম সিক্স-জি ডিভাইস উদ্ভাবন, গতি ফাইভ-জি’র চেয়ে ২০ গুণ

আপনজন ডেস্ক: সময়টা এখন ফাইভ-জি’র হলেও বিশ্বের অনেক দেশেই এখনো ফোর-জি মোবাইল নেটওয়ার্কে আটকে আছে। ফাইভ-জি নেটওয়ার্কের কিছু ডিভাইস আমাদের দেশের বাজারে মিলছেও, তবে আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গতির মোবাইল নেটওয়ার্ক বলতে ফোর-জিই।

বাংলাদেশের মতো বিশ্বের অনেক দেশের বাসিন্দাদের কাছেই যেখানে ফাইভ-জি নেটওয়ার্কের অভিজ্ঞতা নেয়া একটা স্বপ্ন, সেখানে সিক্স-জি নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন জাপানের প্রযুক্তিবিদরা।

তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের প্রথম সিক্স-জি ডিভাইস উদ্ভাবন করেছে জাপান। নতুন এ প্রটোটাইপ ডিভাইসটি তৈরি হয়েছে ডোকমো, এনটিটি কর্পোরেশন, এনইসি কর্পোরেশন এবং ফুজিতসুসহ দেশটির টেলিকম কোম্পানির যৌথ প্রচেষ্টায়।

গত মাসে নতুন ডিভাইসটির ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এতে দাবি করা হয়, তাদের সিক্স-জি প্রোটোটাইপটি ফাইভ-জির চেয়েও ২০ গুণ বেশি দ্রুত গতিসম্পন্ন। প্রোটোটাইপটি ১০০ হার্জ ব্যান্ড ব্যবহার করে ১০০ জিবিপিএস গতি অর্জন করতে পারে। আর বাইরে একই গতি অর্জন করতে এটি ব্যবহার করে ৩০০ হার্জ ব্যান্ড।

বর্তমান বিশ্বে মোবাইল নেটওয়ার্কিংয়ে সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তি বলে বিবেচিত ফাইভ-জি। এর তাত্ত্বিক গতি সর্বোচ্চ ১০ জিবিপিএস। তবে দেশভেদে ৫জি নেটওয়ার্কের গতি ভিন্ন ভিন্ন। জাপান ছাড়াও সিক্স-জি নিয়ে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন, সিক্স-জি’র আগমনের সঙ্গে মানুষ রিয়েল-টাইম হলোগ্রাফিক যোগাযোগ করতে সক্ষম হবে। ভার্চুয়াল এবং মিশ্র বাস্তবতার জগতেও মানুষ নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাপানের নতুন প্রোটোটাইপটি ৩২৮ ফুট এলাকায় পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রাথমিক পরীক্ষায় যে ফল এসেছে, তা অবশ্যই প্রেরণাদায়ক। তবে একে এখনই চূড়ান্ত সাফল্যের মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না বলে মত প্রযুক্তিবিদদের।

তাদের মতে, নতুন সিক্স-জি শুধুমাত্র একটি ডিভাইসে পরীক্ষা করা হয়েছে। এ নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার রয়ে গেছে। তাছাড়া নতুন এ প্রযুক্তি কার্যকর করতে মোবাইল নেটওয়ার্ক টাওয়ারগুলোকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে এবং সিক্স-জি ইনবিল্ট অ্যান্টেনাসহ নতুন স্মার্টফোন বাজারে আনতে হবে।

ফোনের বিরক্তিকর বিজ্ঞাপন বন্ধ করার উপায়

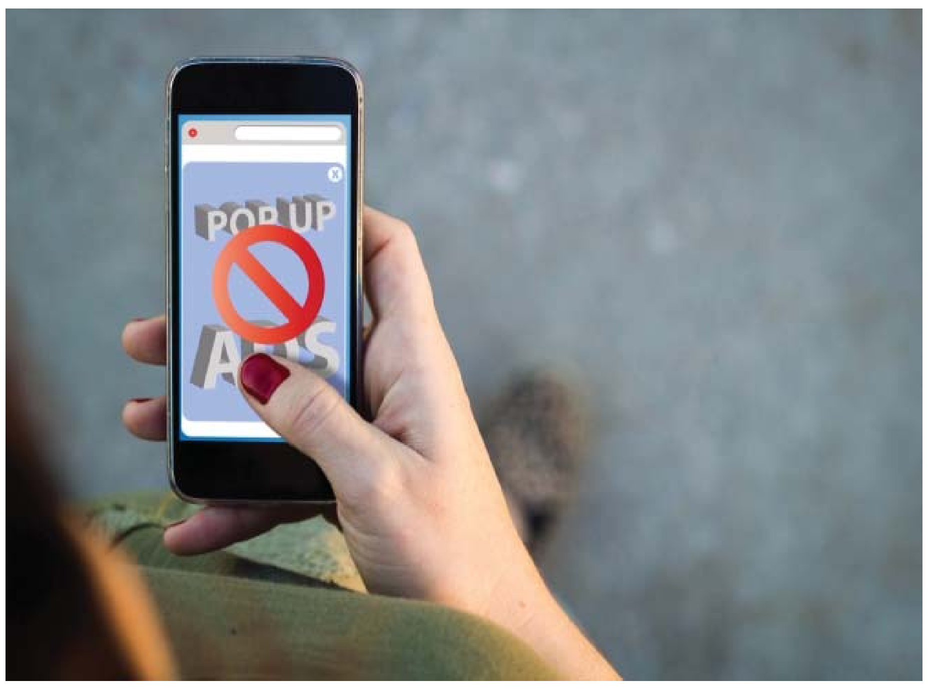

আপনজন ডেস্ক: বর্তমানে স্মার্টফোনে বেশ কিছু বিরক্তিকর বিজ্ঞাপনের কারণে চরম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। যেকোনো অ্যাপ খুলতেই বা মোবাইলের হোম স্ক্রিনেও এই বিজ্ঞাপনগুলো সাধারণত দেখতে পাওয়া যায়। ফোনের স্ক্রিনে হঠাৎ করেই এমন সব বিজ্ঞাপন চলে আসে, যার জন্য অনেক সময় আমরা প্রস্তুত থাকি না। সাধারণত কোনো অ্যাপে বা ওয়েবসাইটে প্রবেশের জন্য বিভিন্ন ধরনের অনুমতি দিতে হয়। এই সুযোগকেই কাজে লাগায় বেশ কিছু থার্ড পার্টি অ্যাপ। বিজ্ঞাপনের যন্ত্রণায় মোবাইল ফোনের স্বাভাবিক কাজেরও ক্ষতি হয়।

এছাড়া ফোনের মেমোরি ও ক্যাশ ভরে যাওয়া এবং নিরাপত্তাজনিত সমস্যা তো রয়েছেই, পাশাপাশি কখনো কখনো বেশ কিছু আপত্তিকর বিজ্ঞাপনের জন্য অনেকের সামনে পড়তে হয় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে।

স্মার্টফোনের ব্র্যান্ড ও মডেলভেদে এই বিজ্ঞাপন বন্ধের প্রক্রিয়ায় কিছুটা ভিন্নতা থাকতে পারে। তবে, সাধারণ কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই যন্ত্রণা থেকে চিরমুক্তি পাওয়া সম্ভব। এজন্য প্রথমে মোবাইল ফোনের সেটিংসে প্রবেশ করতে হবে। সেখান থেকে গুগলে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে > অ্যাডস < অপশনটি বাছাই করতে হবে।

গুগলের অ্যাডস অপশন থেকে > পারসোনালাইজড < নামের অপশনে ক্লিক করতে হবে। সেখানে > ইউর অ্যাডভারটাইজিং আইডি < নামে আরেকটি অপশন রয়েছে, সেটি রিসেট করে ফেলতে হবে। এতে ‘অ্যাডভারটাইজিং আইডি’ পরিবর্তন হয়ে যাবে, ফলে আর বিজ্ঞাপন বা অনাকাঙ্ক্ষিত পপ-আপ দেখতে হবে না।

এছাড়া আরো একটি পদ্ধতি রয়েছে। মোবাইল ফোনের সেটিংসে > কানেকশন অ্যান্ড শেয়ারিং < অপশন থেকে > প্রাইভেট ডিএনএস < অপশনে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে আরও অনেক অপশনের মধ্যে > প্রাইভেট ডিএনএস প্রোভাইডার হটসনেম < ক্লিক করতে হবে। সেখানে dns.adguard.com লিখে সেভ করতে হবে। তাহলেই অযাচিত বিজ্ঞাপন থেকে মিলবে মুক্তি।

তাছাড়া ফোনের ব্রাউজার থেকেও এই বিরক্তিকর বিজ্ঞাপন বন্ধ করা যায়। এ জন্য প্রথমে ফোনের ‘ক্রোম’ ব্রাউজারে গিয়ে > মাই অ্যাকটিভিটি < নামের সাইটে ঢুকতে হবে। এরপর > ওয়েলকাম টু মাই অ্যাকটিভিটি < তে ঢুকতে হবে। স্ক্রিনের বাম পাশের উপরে থ্রি ডট চিহ্নে ক্লিক করতে হবে। সেখানে > অ্যাকটিভিটি কন্ট্রোল < নামের অপশন দেখা যাবে। সেখানে ঢোকার পরে > অ্যাডস < অপশনে গিয়ে > অ্যাডস পারসোনালাইজেশন ইজ অন < অপশনটাকে ‘অফ’ করে দিতে হবে।

এরপর উপরে ডানপাশে থ্রি ডটের মেন্যুতে চাপ দিয়ে সেটিংসে গিয়ে > সাইড সেটিংস < নামে একটি অপশন ক্লিক করতে হবে। এটিতে ঢোকার পরে > কুকিজ < এ গিয়ে > ব্লক থার্ড পার্টি কুকিজ < অন করে দিলেই ব্রাউজারে বিজ্ঞাপন আসা বন্ধ হয়ে যাবে।

গুগল ফটোজে মুছে যাওয়া ছবি ফিরে পাবেন যেভাবে

আপনজন ডেস্ক: অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ছবি তুলে সেটাকে ক্লাউডে সেভ করার সহজ মাধ্যম গুগল ফটোজ। তবে অনেক সময় গুগল ফটোজ থেকে অপ্রয়োজনীয় ছবি মুছে ফেলার সময় গুরুত্বপূর্ণ ছবিও মুছে যায়। এতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। তবে আপনি চাইলে কিন্তু গুগল ফটোজ থেকে মুছে ফেলা ছবি উদ্ধার করতে পারেন।

ট্রুকলার থেকে নিজের ডাটা মুছবেন যেভাবেট্রুকলার থেকে নিজের ডাটা মুছবেন যেভাবে

শুরুতেই মুছে ফেলা ছবি উদ্ধারের জন্য গুগল ফটোজ অ্যাপে প্রবেশ করুন। এরপর লাইব্রেরি অপশনে ট্যাপ করুন। এরপর ওপরে থাকা বিন অপশনে ট্যাপ করলে পরবর্তী পৃষ্ঠায় গুগল ফটোজ থেকে মুছে ফেলা ছবির তালিকা দেখা যাবে। এবারে যে ছবিটি রাখতে চাইছেন সেটি কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখুন। এরপর নিচে থাকা রিস্টোর অপশনে ক্লিক করলেই ছবিটি আগের তারিখ অনুযায়ী গুগল ফটোজে পাওয়া যাবে।

পডকাস্ট অ্যাপ বন্ধের কারণ জানাল গুগলপডকাস্ট অ্যাপ বন্ধের কারণ জানাল গুগল

তবে এই পদ্ধতিটি অবশ্যই ৬০ দিনের মধ্যে ডিলিট করা ছবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গুগল ফটোজ থেকে মুছে ফেলা ছবি ৬০ দিন পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থায়ীভাবে মুছে যায়।

তীব্র তাপপ্রবাহে স্মার্টফোনের সুরক্ষায় করণীয় কী?

আপনজন ডেস্ক: দেশজুড়ে তীব্র তাপপ্রবাহের ফলে মানুষ নিজেই এখন অস্থির, তার মধ্যে ঘনঘন বিদ্যুৎ আসা-যাওয়া এবং ভোল্টেজের নিয়মিত পরিবর্তনে প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতির সমস্যা দেখা দেওয়াটাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া এ সময় মোবাইল ফোনের ব্যাটারি নষ্ট হওয়া, অকেজো হওয়া কিংবা বিস্ফোরণও হতে পারে।

এ ক্ষেত্রে মোবাইল যথাসম্ভব ঠান্ডা স্থানে রাখতে হবে। গরমে বা অতিরিক্ত রোদের মধ্যে স্মার্টফোন ব্যবহার যথাসম্ভব কম করতে হবে। প্রয়োজনে বাজারে বিভিন্ন রকমের স্মার্টফোনের কুলিং ফ্যান পাওয়া যায়, সেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া মোবাইল গরম হয়ে গেলে অবশ্যই যতদ্রুত সম্ভব ঠান্ডা করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

মোবাইলের প্রটেকটিভ কেস ব্যবহার থেকেও বিরত থাকা যায় এ সময়। মোবাইল ফোন নিরাপদ রাখতেই এই কেস ব্যবহার করা হলেও, যাদের মোবাইল বেশি গরম হয়ে যায়, তাদের জন্য প্রটেকটিভ কেস ব্যবহার না করাটাই ভালো সিদ্ধান্ত হবে।

তা ছাড়া স্মার্টফোন চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে, বিশেষ করে চার্জিংয়ের সময় যাদের হ্যান্ডসেট গরম হয়ে যায়। মোবাইল ১০০ ভাগ বা পূর্ণ চার্জ না করাটাই ভালো সিদ্ধান্ত হবে। অনেক সময় চার্জ হয়ে যাওয়ার পরও, দীর্ঘক্ষণ মোবাইলটি চার্জারের মাধ্যমে বিদ্যুতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এতে স্মার্টফোনটির ব্যাটারি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। পাশাপাশি কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোবাইলে অন্যসব অ্যাপের আড়ালে চলমান থাকে। এগুলো সেটিংস থেকে বন্ধ করে দিতে হবে বা আন-ইনস্টল করে দিলেও এই গরমে মোবাইলের ব্যাটারি সুরক্ষিত থাকবে।

প্রাইভেট কার বা বদ্ধ স্থানে দীর্ঘক্ষণ মোবাইল ব্যবহারে স্মার্টফোনটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। এ ছাড়া মোবাইল যদি কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যা করে বা ধীর গতির হয়ে যায়, তবে লক্ষ করতে হবে কোনো আপডেট এসে জমা হয়ে আছে কি না। আপডেট এলে করে ফেলাই ভালো সিদ্ধান্ত হবে।

হোয়াটসঅ্যাপে লগ-ইনে ব্যবহার করা যাবে ‘পাস-কি’

আপনজন ডেস্ক: আইফোনে হোয়াটসঅ্যাপে লগ-ইন করার জন্য এখন পাসওয়ার্ড বাধ্যতামূলক নয়। এখন থেকে পাস কি-এর মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপে লগ-ইন করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা।

মূলত হোয়াটসঅ্যাপ সুরক্ষিত রাখার জন্যই পাসওয়ার্ড দিয়ে লক করে রাখা হয়; কিন্তু এই পাসওয়ার্ড মনে রাখার একটা ব্যাপার আছে। ভুলে গেলে সমস্যা। সেজন্য ব্যবহারকারীদের সুবিধায় পাস-কি ফিচার অ্যানড্রয়েড ভার্সনে আগেই চালু করেছিল হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ। এবার আইওএস ভার্সনেও হাজির হলো হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপ লক করে রাখার এই ফিচার, পাস-কি।

পাস-কি হলো আসলে এমন একটা পদ্ধতি যেখানে ব্যবহারকারী নিজের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট টাচ আইডি কিংবা ফেস আইডির মাধ্যমে লক করে রাখতে পারবেন। এক্ষেত্রে পাসওয়ার্ড এবং টু ফ্যাক্টর অথেনটিফিকেশনের প্রয়োজন নেই। হোয়াটসঅ্যাপে রেজিস্ট্রার থাকা ব্যবহারকারীর মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে এই অথেনটিফিকেশন করা হত।

মেসিকে ছাড়িয়ে গেলেন সুয়ারেজ, ২ গোলে পিছিয়ে পড়েও মায়ামির জয়

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসি পুরো ৯০ মিনিটই খেলেছেন। কিন্তু না পেয়েছেন কোনো গোল, না করেছেন কোনো অ্যাসিস্ট। তাতে কী, ইন্টার মায়ামির একজন লুইস সুয়ারেজ আছেন না! তিনি তো গোল পেয়েছেন। মেজর লিগ সকারে আজ মন্ট্রিয়লের বিপক্ষে গোল করে এই প্রতিযোগিতায় চলতি মৌসুমে মেসিকে গোলে ছাড়িয়ে গেছেন উরুগুয়ের স্ট্রাইকার।

সুয়ারেজের মেসিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার দিনে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়েও মন্ট্রিয়লের বিপক্ষে ম্যাচটি ৩-২ ব্যবধানে জিতেছে ইন্টার মায়ামি। ফ্লোরিডার দলটির পক্ষে সুয়ারেজের আগে ও পরে একটি করে গোল করেছেন মাতিয়াস রোহাস ও বেঞ্জামিন ক্রিমাশ্চি।

চলতি মৌসুমে ধীরগতিতে শুরুটা যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলছে মায়ামি। মেজর লিগ সকারের আগের ম্যাচেও নিউইয়র্ক রেড বুলসের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়ে জিতেছিল তারা। সেই ম্যাচে ১ গোলে পিছিয়ে পড়ে জিতেছিল তারা ৬-২ ব্যবধানে। আজ ৩২ মিনিটের মধ্যে ২-০তে পিছিয়ে পড়েন মেসি-সুয়ারেজরা।

পিছিয়ে পড়ার পরই যেন ভয়ংকর হয়ে ওঠে মায়ামি। একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে মন্ট্রিয়লের রক্ষণে। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত গোল তারা পায় ৪৪ মিনিটে। বক্সের অনেক বাইরে থেকে বাঁ পায়ের ফ্রি-কিক থেকে গোলটি করেন রোহাস। সেই সময় কিছুক্ষণের জন্য মাঠের বাইরে ছিলেন মেসি।

এরপর প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে লক্ষ্যভেদ করেন সুয়ারেজ। এবারের মেজর লিগ সকারে এটি তাঁর ১১তম গোল, যা মেসির চেয়ে একটি বেশি। মেসিকে ছাড়িয়ে এখন পর্যন্ত এবারের মেজর লিগ সকারে সর্বোচ্চ গোলদাতা সুয়ারেজ।

উরুগুয়ে স্ট্রাইকারের মেসিকে ছাড়িয়ে যাওয়া গোলের পর ৫৯ মিনিটে মায়ামিকে জয়সূচক গোলটি এনে দেন ক্রিমাশ্চি।

এই জয়ে ১৩ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষে আছে মায়ামি। ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন–দুই কনফারেন্স মিলিয়েও শীর্ষে মেসি-সুয়ারেজদের দল।

আইপিএল: সবার আগে শেষ চারে কলকাতা

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ আসরে সপ্তম, ২০২৩ আসরেও সপ্তম– আইপিএলে টানা দুই আসরে প্লে-অফ খেলতে পারেনি কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)।

সেই কেকেআরই এবার প্রথম দল হিসেবে শেষ চারে থাকা নিশ্চিত করেছে। আজ মুম্বাই ইন্ডিয়ানসকে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ১৮ রানে হারিয়ে সবার আগে প্লে-অফে জায়গা করেছে কলকাতা।

১৬ ওভারের ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে কলকাতা তোলে ৭ উইকেটে ১৫৭ রান। তাড়া করতে নেমে মুম্বাইয়ের ইনিংস থামে ৮ উইকেটে ১৩৯ রানে।

বৃষ্টির কারণে ১৬ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে মুম্বাই টসে জিতে কলকাতাকে ব্যাটিংয়ে পাঠায়। ১০ রানের মধ্যে দুই ওপেনার ফিল সল্ট ও সুনীল নারাইন আউট হলেও কলকাতাকে রানের পথে রাখেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার, নীতিশ রানারা। ভেঙ্কটেশ ২১ বলে ৪২ এবং রানা ২৩ বলে ৩৩ রান করেন।

রান তাড়ায় নেমে প্রথম পাঁচ ওভারেই বিনা উইকেটে ৫৯ রান তুলে ফেলে মুম্বাই। তবে কলকাতার বোলিং আক্রমণে স্পিনাররা আসতেই পথ হারাতে থাকে দলটি। নারাইন ২০ বলে ৪০ রান করা ঈষান কিষাণকে তুলে নেওয়ার পর বরুণ চক্রবর্তী রোহিত শর্মাকে (২৪ বলে ১৯) ফেরান। দুই ওপেনারকে ফেরানোর পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় কলকাতা। দলটির চার পেসার মিলে ৯ ওভারে দেন ৯৫ রান (৪ উইকেট), কিন্তু দুই স্পিনারদের ৭ ওভার থেকে খরচ হয় মাত্র ৩৮ রান (৩ উইকেট)।

মুম্বাইয়ের হয়ে কিষাণের ৪০ রানের পর তিলক ভার্মার ৩২ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ৪ ওভারে ১৭ রানে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা কলকাতার বরুণ।

১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে কলকাতা এখন সবার ওপরে। ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে রাজস্থান রয়্যালস দ্বিতীয়। মুম্বাই ও পাঞ্জাবের এরই মধ্যে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে।

প্রিমিয়ার লিগ: ১০১ গোল খেয়ে রেকর্ড ভেঙে দিল শেফিল্ড

আপনজন ডেস্ক: ফুটবলে সবচেয়ে সুন্দর ও আনন্দের দৃশ্যটি নিশ্চয়ই গোল করার। অবশ্য গোলটা যদি আপনার প্রিয় দল হজম করে, তবে বিষয়টা ভিন্ন। গোল করার আনন্দ তাই যতটা তীব্র, গোল হজম করার হতাশাও ততটাই গভীর। আর কেউ যদি গোল খাওয়ায় নতুন কোনো রেকর্ডই করে বসে, তবে বিষয়টা আরেকটু বেশি বিব্রতকর। প্রিমিয়ার লিগে এ মৌসুমে তেমনই এক বিব্রতকর ঘটনা ঘটেছে, যা ভেঙে দিয়েছে ৩০ বছরের পুরোনো একটি রেকর্ডও।

ইংলিশ ফুটবলের শীর্ষ স্তর প্রিমিয়ার লিগে খেলতে পারাটা যেকোনো দলের জন্য সৌভাগ্যের। কিন্তু প্রতি মৌসুম শেষে তিনটি দলকে অবনমিত হতে হয় বেদনা নিয়ে। শেফিল্ড ইউনাইটেডের জন্য এবার সেই বেদনা যেন দিগুণ হলো। গোল খাওয়ার নতুন রেকর্ডটি যে তারাই গড়েছে। যেখানে তারা পেছনে ফেলেছে সুইনডন টাউনকে।

আজ থেকে ৩০ বছর আগে ১৯৯৩–৯৪ মৌসুমে বিব্রতকর এই রেকর্ড গড়ে ১০০ গোল হজম করেছিল সুইনডন। তারা এই রেকর্ড গড়েছিল ৪২ ম্যাচের লিগে, যা এবার ৩৮ ম্যাচের লিগে ভেঙে দিয়েছে শেফিল্ড। যারা এ মৌসুমে ৩৭ ম্যাচেই হজম করেছে ১০১ গোল। এখনো আরও এক ম্যাচ হাতে আছে শেফিল্ডের। এর ফলে রেকর্ডটি আরও বড়ও হতে পারে।

শেফিল্ড ইউনাইটেড (২০২৩–২৪)
১০১ গোল
ম্যাচপ্রতি গোল ২.৭৩

এ মৌসুমে গোল খাওয়ার রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনাটা আরও আগেই জাগিয়েছিল শেফিল্ড। প্রথম ২৩ ম্যাচেই তারা হজম করেছিল ৫৯ গোল। তখন তারা ম্যাচপ্রতি গোল খেয়েছিল ২.৫৬ করে। মৌসুমের বাকি সময়েও এ ধারা থেকে বিচ্যুত হয়নি শেফিল্ড। ৪ মে নটিংহাম ফরেস্টের বিপক্ষে ৩–১ গোলে

হারের পথে তারা স্পর্শ করে এক শ গোলের বিব্রতকর মাইলফলক। এর মধ্যে দিয়ে সুইনডনের পর প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসের দ্বিতীয় দল হিসেবে এক শ গোল হজম করে শেফিল্ড।

তবে গতকাল রাতে এভারটনের বিপক্ষে ১–০ গোলে হেরে সুইনডনকেও ছাড়িয়ে গেল শেফিল্ড। ৩৭ ম্যাচে ক্রিস ওয়াইল্ডারের দল গোল খেয়েছে ১০১টি। অর্থাৎ এ মৌসুমে শেফিল্ড ম্যাচপ্রতি ২.৭৭টি করে গোল হজম করেছে, যা প্রিমিয়ার লিগের বর্তমান সংস্করণে সবচেয়ে বেশি। আর ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ স্তরের ফুটবল বিবেচনা করলে ১৯৬৩–৬৪ মৌসুমে ইপসউইচ টাউনের ২.৮৮ গোল হজমের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সেবার অবশ্য ইপসউইচ হজম করেছিল ১২১ গোল।

সুইনডন টাউন (১৯৯৩–৯৪)
১০০ গোল,
ম্যাচপ্রতি গোল ২.৩৮

বর্তমান সংস্করণের প্রিমিয়ার লিগ শুরুর এক মৌসুম পরই ১০০ গোল হজমের লজ্জায় পড়ে সুইনডন। গত তিন দশকে এই রেকর্ড ভাঙার লজ্জা পেতে হয়নি কোনো দলকে। শেষ পর্যন্ত এ মৌসুমে শেফিল্ডের কারণে কিছুটা লজ্জা কমল সুইনডনের। ২২ দলের প্রিমিয়ার লিগে সেবার ৪২ ম্যাচে এই গোল হজম করে সুইনডন। সে মৌসুমে সুইনডন জয় পেয়েছিল মাত্র ৫ ম্যাচে। সেবার সব মিলিয়ে মাত্র ৪ ম্যাচে ক্লিনশিট রাখতে পেরেছিল তারা। সে মৌসুমে সুইনডন ৫ গোল করে হজম করেছিল লিভারপুল ও সাউদাম্পটনের কাছে।

ইপসউইচ টাউন (১৯৯৪–৯৫)
৯৩ গোল
ম্যাচপ্রতি গোল ২.২১

ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ স্তরের ফুটবলে গোল খাওয়ায় ইপসউইচ টাউনের জুড়ি মেলা ভার। সুইনডন টাউনের পর দ্বিতীয় স্থানটি এত দিন দখলে ছিল তাদের। ১৯৯৪–৯৫ মৌসুমে ৯৩ গোল হজম করেছিল তারা। যেখানে ম্যাচপ্রতি তারা গোল খেয়েছিল ২.২১ করে। সেবার মাত্র ৩ ম্যাচে ক্লিনশিট রাখতে পেরেছিল তারা। আগামী মৌসুমে ইপসউইচ টাউনকে আবার দেখা যাবে প্রিমিয়ার লিগে। এবার গোল খাওয়ার নতুন কোনো রেকর্ড আর না গড়লেই হয়!

ডার্বি কাউন্টি (২০০৭–০৮)
৮৯ গোল
ম্যাচপ্রতি গোল ২.৩৪

ডার্বি কাউন্টি সেবার প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসের সবচেয়ে বাজে ফল গড়েছিল। মৌসুমজুড়ে তারা সংগ্রহ করেছিল মাত্র ১১ পয়েন্ট। যেখানে দলটির জালে বল জড়িয়েছিল ৮৯ বার। ৩৮ ম্যাচের মৌসুমে সেবার ডার্বি কাউন্টি গোল খেয়েছিল ২.৩৪ করে, যা কিনা ম্যাচপ্রতি গোল খাওয়ার হিসাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

ফুলহাম (২০১৩–১৪)
৮৫ গোল
ম্যাচপ্রতি গোল ২.২৪

প্রিমিয়ার লিগে এক মৌসুমে সবেচেয়ে বেশি গোল খাওয়ায় সেরা পাঁচে থাকলেও ফুলহাম কিন্তু সবার নিচে থেকে শেষ করেনি। যদিও তাতে বিশেষ কোনো লাভ হয়নি। ১৯ নম্বর দল হিসেবে ঠিকই অবনমিত হয়ে যায় ফুলহাম। সেবার ম্যাচপ্রতি ২.২৪ করে ফুলহাম হজম করে ৮৫টি গোল। সেবার ফুলহাম সবচেয়ে বড় ব্যবধানের হারটি দেখেছিল হাল সিটির বিপক্ষে। ডিসেম্বরের সে ম্যাচে ৬–০ গোল হজম করেছিল তারা।

আইপিএলে ছন্দহীন রোহিত, দুশ্চিন্তার কারণ কি আছে ভারতের

আপনজন ডেস্ক: ৬, ৮, ৪, ১১, ৪, ১৯–সর্বশেষ ৬ ইনিংসে রোহিত শর্মার রান এগুলো। বিশ্বকাপের আগে ভারতের অধিনায়ক রোহিত নিজেই ছন্দ হারিয়ে নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আইপিএলে ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়ামে রোহিত প্রায় ৪৫ গড় আর ১৩৮ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন। প্রিয় সেই ইডেন গার্ডেনেও গতকাল ১৬ ওভারের ম্যাচে করেছেন ২৪ বলে ১৯ রান। যা ভাবনায় ফেলতে পারে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে।

এবারের আইপিএলে রান করেছেন ১৩ ইনিংসে ৩৪৯। যা রোহিতের মতো একজন ক্রিকেটারের সামর্থ্যের পুরোটা নয়। অবশ্য আইপিএলে বছরের পর বছর ধরেই ব্যাটসম্যান হিসেবে নিষ্প্রভ রোহিত। ২০১৭ থেকে ২০২৩ সাল–এই ৭ মৌসুমে আইপিএলে কখনো ৩০ গড়েও রান করতে পারেননি। এই সময়ে গড়ের হিসাবে তাঁর সেরা মৌসুম ছিল ২০২১। সেবার ১৩ ম্যাচে ২৯ গড়ে ৩৮১ রান করেছিলেন রোহিত।

এরপর ২০২২ মৌসুমে ব্যাটিং করেছেন ১৯ গড়ে আর ২০২৩ সালে ২০.৭৫ গড়ে। আইপিএলে এবার তিনি অধিনায়ক নন। নির্ভার হয়েও তেমন কিছুই করতে পারলেন না।

২০১৯ সালের পর থেকে ওপেনার হিসেবে কমপক্ষে ১৫০০ রান করা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে কম, ১৩০.৫০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করেছেন রোহিত। যা বিশ্বকাপ দলে না থাকা ধীর গতির ব্যাটিংয়ের জন্য সমালোচিত লোকেশ রাহুলের (১৩২) চেয়েও কম।

মুম্বাইয়ের তো বটেই, কারও কারও মতে তো আইপিএলের সেরা অধিনায়ক রোহিত। মুম্বাইকে জিতিয়েছেন ৫টি শিরোপা। আইপিএলে এর চেয়ে বেশি শিরোপা কোনো অধিনায়ক জেতেননি, ধোনিও জিতেছেন সমান ৫টি। তবে সেই রোহিতই বছরের পর বছর ধরে আইপিএলে ব্যাটসম্যান হিসেবে ব্যর্থ।

এমনকি সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ব্যর্থ ছিলেন রোহিত। একমাত্র ফিফটি করেছিলেন নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে। টুর্নামেন্টে তাঁর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ছিল ২৭ রান, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে।

এবারের আইপিএলে রান করেছেন ১৩ ইনিংসে ৩৪৯

এবারের আইপিএলে রান করেছেন ১৩ ইনিংসে ৩৪৯এএফপি

ভারতীয় অধিনায়ক যেমন ফর্মে নেই, তেমনি সহ-অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াও। এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত খেলা ১৩ ম্যাচে মাত্র ১৮ গড়ে ২০০ রান করেছেন পান্ডিয়া। এই দুজনের বাজে ফর্মের জন্য ভুগছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসও। প্রথম দল হিসেবে এবারের আইপিএল থেকে ছিটকে গেছে তারা।

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ইরফান পাঠান এক্সে এই দুজনের ফর্ম নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন, ‘হার্দিক পান্ডিয়া ও রোহিত শর্মার ফর্ম মুম্বাই ও ভারতীয়দের জন্য উদ্বেগের জায়গা। আশা করেন, যেন তারা দ্রুতই ছন্দে ফিরে আসে।’

পাঁচ বছর পর আইপিএলে ‘অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড’

আপনজন ডেস্ক: চেন্নাই সুপার কিংসের সামনে লক্ষ্যটা খুব বড় ছিল না। রাজস্থান রয়্যালসের ১৪১ রান তাড়া করতে নেমে সহজ জয়ের পথেই ছিল চেন্নাই। কিন্তু হঠাৎই নাটকীয়তা। রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও রবীন্দ্র জাদেজার মধ্যে রান নেওয়া নিয়ে ভুল-বোঝাবুঝি, একপর্যায়ে জাদেজা অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট!

জাদেজার সৌজন্যে পাঁচ বছর অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট দেখল আইপিএল। সর্বশেষ এমনটা ঘটেছিল ২০১৯ সালে, হায়দরাবাদের বিপক্ষে দিল্লির অমিত মিশ্রর ক্ষেত্রে। জাদেজার অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড ফিরিয়ে আনার ম্যাচে সহজ জয়ই পেয়েছে চেন্নাই। ১০ বল ও ৫ উইকেট হাতে রেখেই এবারের আসরের সপ্তম জয় তুলে নিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। এই জয়ে পয়েন্ট তালিকার তিনে উঠে এসেছে চেন্নাই।

জাদেজা ‘অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড’ আউট হয়েছেন ইনিংসের ১৬তম ওভারে। ততক্ষণে চেন্নাইয়ের স্কোরবোর্ডে ১২০ রান উঠে গেছে। জাদেজা আবেশ খানের বল থার্ড ম্যানে ঠেলে দৌড় শুরু করেন। কিন্তু অপর প্রান্তে গায়কোয়াড় ছিলেন দ্বিধায়। এ নিয়ে দুজনের ভুল-বোঝাবুঝির এক পর্যায়ে জাদেজা যাচ্ছিলেন নন-স্ট্রাইকিংয়ের দিকে।

রাজস্থান উইকেটকিপার সঞ্জু স্যামসন বল হাতে নিয়ে থ্রো করেন, যা জাদেজার গায়ে লেগে দিক পাল্টায়। রাজস্থান আউটের আবেদন করলে রেফারিও সাড়া দেন। জাদেজা ঘোরার সময় বলের গতিপথ দেখেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবেই বল স্টাম্পে যাওয়া আটকেছেন– রিপ্লে দেখে এমনটা নিশ্চিত করেন তৃতীয় আম্পায়ার।

বল আটকে দেওয়ার দায়ে ৭ বলে ৫ রানে আউট হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অবশ্য জাদেজাকে বেশ অসন্তুষ্টই মনে হয়েছে।

আইপিএলে এটি তৃতীয় ‘অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ডে’র ঘটনা। অমিত মিশ্রর আগে ২০১৩ সালে এমন ঘটনায় জড়িয়েছিলেন কলকাতার ইউসুফ পাঠান।

জাদেজার আউট বাদ দিলে ম্যাচের বাকি সময়ে নাটকীয়তা ছিল কমই। রিয়ান পরাগের ৩৫ বলে ৪৭ রানের অপরাজিত ইনিংসে ভর করে রাজস্থান তোলে ৫ উইকেটে ১৪১ রান। চেন্নাইয়ের হয়ে ২৬ রানে ৩ উইকেট নেন সিমারজিত সিং।

রান তাড়ায় অধিনায়ক গায়কোয়াড়ের ব্যাটে চাপহীনভাবেই জয়ের দিকে এগিয়েছে চেন্নাই। গায়কোয়াড় ৪১ বলে ৪২ রানে অপরাজিত থাকেন।

১৩ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শেষ চার অনেকটাই নিশ্চিত করে ফেলেছে চেন্নাই। ১২ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে রাজস্থান দ্বিতীয়। শীর্ষে থাকা কলকাতা নাইট রাইডার্স ১৮ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফ নিশ্চিত করে নিয়েছে।

সমালোচকদের ফুটবল-জ্ঞান নেই, দাবি টেন হাগের

আপনজন ডেস্ক: প্রথম মৌসুমটা ওল্ড ট্রাফোর্ডে খারাপ কাটেনি তাঁর। তিনে থেকে ম্যানচেস্টার প্রিমিয়ার লিগ শেষ করেছিল গতবার। তাতে নিশ্চিত হয়েছিল চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলা। খেলেছিল এফএ কাপের ফাইনালেও।

কিন্তু এবার সমর্থকদের খুবই হতাশ করেছে ইউনাইটেড। লিগে ৩৫ ম্যাচ শেষে ইউনাইটেডের পয়েন্ট ৫৪, অবস্থান অষ্টম। আগামী মৌসুমে ইউরোপের কোনো টুর্নামেন্টেই হয়তো খেলা হবে না রেড ডেভিলদের। একের পর এক তাই সমালোচনার তির ছুটে আসছে টেন হাগের দিকে। মৌসুম শেষে তাঁকে ছাঁটাইয়ের দাবিও তুলছেন সমর্থকদের অনেকে।

মৌসুমের ৩৬তম ম্যাচটা আজ ইউনাইটেড খেলবে শিরোপাপ্রত্যাশী আর্সেনালের বিপক্ষে। ম্যাচটা আর্সেনালের জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ তো বটেই, ইউনাইটেডের জন্যও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার আশা

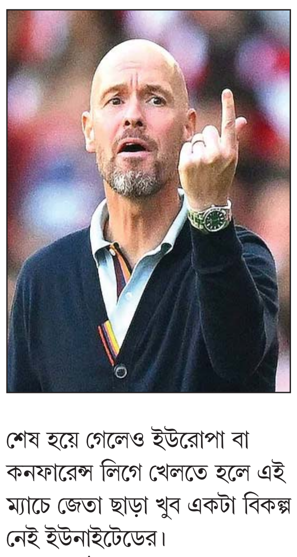

শেষ হয়ে গেলেও ইউরোপা বা কনফারেন্স লিগে খেলতে হলে এই ম্যাচে জেতা ছাড়া খুব একটা বিকল্প নেই ইউনাইটেডের।

ঘরের মাঠে এই ম্যাচ সামনে রেখেই সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন ইউনাইটেড কোচ। তাঁর দাবি, বাজে সময়েও ইউনাইটেড সমর্থকেরা তাঁর পাশেই আছেন। তবে সমালোচক যাঁরা, তাঁরা আসলেই ফুটবলই বোঝেন না। ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে গত সপ্তাহে ৪-০ গোলে হেরে যাওয়া ম্যাচেও সমর্থকদের পাশে পেয়েছেন দাবি করে টেন হাগ বলেন, ‘আমার মনে হয়, সমর্থকদের ধৈর্য আছে, এটা আপনারা গত সোমবারই (প্যালেসের বিপক্ষে) দেখেছেন। কিন্তু আমি যখন কিছু (সমালোচকের) মন্তব্য দেখি, তাদের ধৈর্য নেই। হয় তাদের কোনো ফুটবল-জ্ঞান নেই, অথবা কীভাবে একটা ফুটবল দল চালাতে হয়, সেই জ্ঞান নেই। এটা সম্ভব, ওরা শুধু সমালোচনার জন্যই বসে থাকে।’

সমালোচক বলতে টেন হাগ কাদের বুঝিয়েছেন, সেটা অবশ্য স্পষ্ট নয়। তবে প্যালেসের কাছে গত সপ্তাহে হারের পর টেন হাগের কড়া সমালোচনা করেছিলেন ইউনাইটেডেরই সাবেক ডিফেন্ডার গ্যারি নেভিল এবং লিভারপুলের সাবেক ডিফেন্ডার জেমি ক্যারাঘার। স্কাই স্পোর্টসে ম্যাচ নিয়ে আলোচনায় দুজনেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, আগামী মৌসুমে ইউনাইটেডের কোচের দায়িত্বে টেন হাগকে রাখা উচিত কি না!

টেন হাগ নিজে অবশ্য মনে করেন, তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ইউনাইটেডের পরিচালনা পর্ষদ ‘কমন সেন্স’ কাজে লাগাবে।

রোনাল্ডোকে ট্রফিশূন্য রাখল আল হিলাল, মেয়েকে নিয়ে নেইমারের উদ্‌যাপন

আপনজন ডেস্ক: এবারও সৌদি প্রো লিগ জেতা হলো না ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর। গতকাল রাতে পয়েন্ট তালিকার সবচেয়ে নিচের দল আল হাজমকে ৪-১ গোলে হারিয়ে ৩ ম্যাচ হাতে রেখেই শিরোপা নিশ্চিত করে ফেলেছে নেইমারের দল আল হিলাল।

নেইমার অবশ্য আল হিলালের হয়ে এ ম্যাচে খেলেননি। চোটের কারণে গত বছরের অক্টোবর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। তবে মেয়েকে নিয়ে নেইমারের শিরোপা জয় উদ্‌যাপনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করেছে আল হিলাল।

সৌদি প্রো লিগে আল হিলাল শিরোপা জয় নিশ্চিত করেছে চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত অপরাজিত থেকে। ৩১ ম্যাচের একটিতেও হারেনি তাঁরা। ২৯ জয় আর ২ ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৮৯। সমান ম্যাচে আল নাসরের পয়েন্ট ৭৭। ২৫টি জয়, ২ ড্র আর ৪ হার নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে রোনাল্ডোর দল। বাকি থাকা ৩ ম্যাচের সব কটিতে জিতে পুরো ৯ পয়েন্ট পেলেও আর আল হিলালকে ছুঁতে পারবে না তারা।

৩৯ বছর বয়সী পর্তুগিজ তারকা রোনাল্ডোকে আরও একটি হতাশা আল হিলাল ‘উপহার’ দিতে পারে ৩১ মে। সেদিন কিংস কাপের ফাইনালে জেদ্দায় আল নাসরের মুখোমুখি হবে তারা।

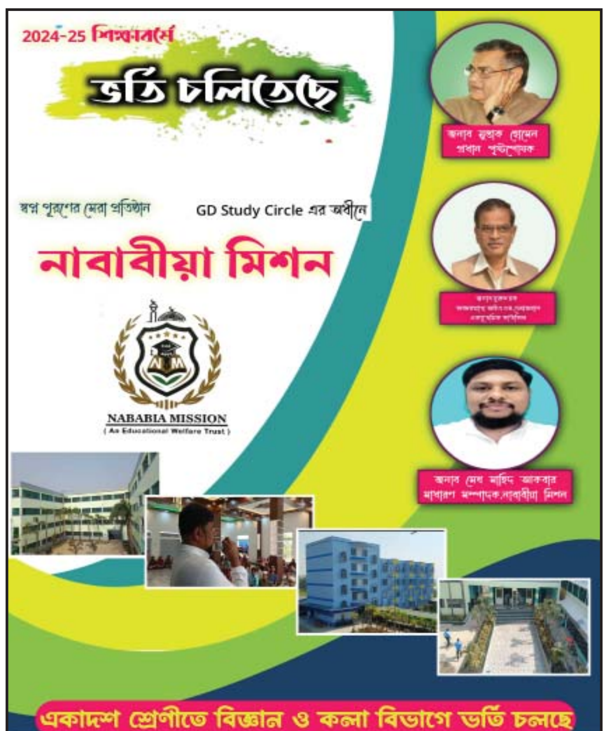

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**